পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

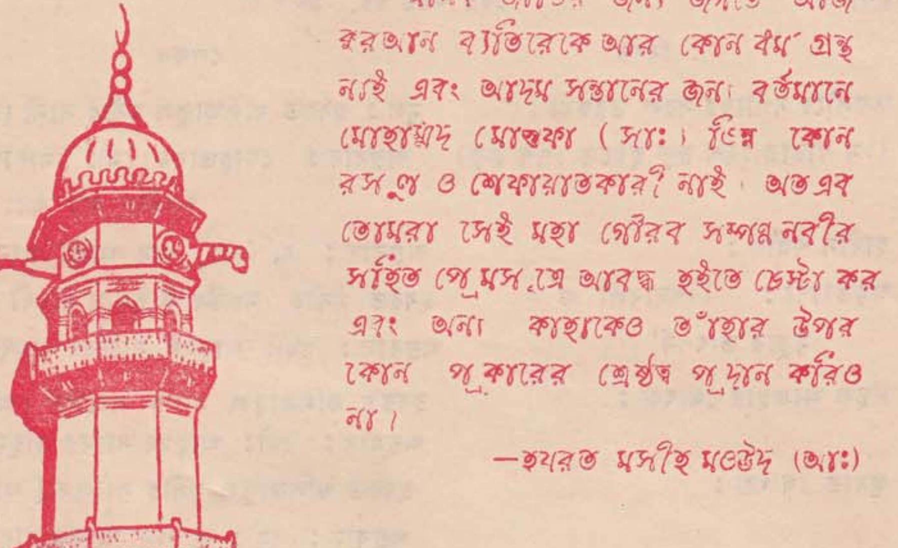

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদকঃ এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ১১শ সংখ্যা

২৮শে আশ্বিন, ১৩৮৭ বাংলা : ১৫ই অক্টোবর ১৯৮০ ইং : ৫ই জেলহজ্জ, ১৪০০ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী
১৫ই অক্টোবর, ১৯৮০ ইং
৩৪শ বর্ষ
১১শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তফসীরে সগীরের সরল তরজমা : (১ম পারার ১২শ রুকু হইতে ১৭শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
* হাদীস শরীফ :	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৫
* অমৃতবাণী : 'বিপদাবলী ও মৃত্যুর তাৎপর্য'	হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৯
* ঈদুল আজহার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আ :) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১১
* জুমার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১৬
* হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা : —(৫৫)	হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ . মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৯
* বাইবেল-প্রতিশ্রুত নূতন নিয়ম— পবিত্র কুরআন— (৫) :	মোহ্‌তরম মৌঃ মোহাম্মাদ সাহেব, আমীর, বাঃ আ. আঃ	২২
* সংবাদ :	সংকলন : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	২৫
* বাংলাদেশ মজলিশে আনসারুল্লাহ্‌'র ৫ম বার্ষিক ইজতেমার বিবরণ		
* বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৯ম বার্ষিক ইজতেমার বিবরণ		
* বাংলাদেশ মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার নায়েব সদর সাহেবের চট্টগ্রাম মজলিশ পরিদর্শন		
* হুজুর আকদাসের স্বাস্থ্য		
* আলজিরিয়ায় প্রচণ্ড ভূমিকম্প :		
* শোক সংবাদ		
* চট্টগ্রাম মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র বার্ষিক ইজতেমা		

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ১০ম সংখ্যা

২৮শে আশ্বিন, ১৩৮৭ বাংলা : ১৫ই অক্টোবর, ১৯৮০ ইং : ১৫ই এখা, ১৩৫৯ হিঃ শামসী

সুরা বাকারা—৩

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ২৮৭ আয়াত ও ৪০ রুকু আছে।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৩)

১২ শ রুকু

৯৮। তুমি (তাহাদিগকে) বলিয়া দাও, যে কেহ জীব্রাইলের শত্রু হইয়াছে এই জন্য যে সে তোমার হৃদয়ে আল্লাহর আদেশে ইহা (অর্থাৎ এই কিতাব) নাযেল করিয়াছে, যাহা ইহার পূর্ববর্তী কালামের তসদীককারী এবং যাহা মোমেনদের জন্য হেদায়ত এবং শুভসংবাদ স্বরূপ।

৯৯। এবং যে কেহ আল্লাহ এবং তাহার ফেরেশ্‌তা ও রসুলগণের এবং জীব্রাইল ও মিকাইলের শত্রু (সে যেন স্মরণ রাখে যে) নিশ্চয় আল্লাহও (এইরূপ) কাফেরগণের শত্রু।

১০০। এবং নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নাযেল করিয়াছি, বস্তুতঃ অমান্যকারী ব্যতীত অন্য কেহ উহাদিগকে অস্বীকার করে না।

১০১। কি (ইহা মন্দ কথা নহে যে) যখনই তাহারা কোন অঙ্গীকার করে তখনই তাহাদের মধ্য হইতে একদল উহাকে প্রত্যাখ্যান করে (ইহাই নহে) বরং তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ঈমানের কাছেও যায় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ — হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) -এর আদেশক্রমে বাংলা ভাষায় কুরআন করীমের যে তরজমা ও তফসীর প্রকাশিত হইবে, উহার মধ্যে প্রথম পারার শুধু তরজমা (তাফসিরী নোট ব্যতীত) পাক্ষিক আহ্‌মদীতে প্রকাশ করা হইতেছে। হুজুরের নির্দেশক্রমে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী আল-মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) প্রণীত 'তফসীরে সগীর'-এর হুবহু তরজমা করা হইয়াছে। এই অনুবাদ সম্পর্কে কাহারও কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকিলে এক মাসের মধ্যে তাহা আমার নিকট পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

— মোঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ।

১০২। এবং যখন আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট এমন এক রসুল আসিল যে তাহাদের নিকট যাহা (অর্থাৎ তওরাত) আছে উহার তসদীককারী, তখন, যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতে একদল আল্লাহর তাজা কিতাব (কোরআন)-কে নিজেদের পিঠের পিছনে নিক্ষেপ করিল, যেন তাহারা উহার বিষয় আদৌ জানে না।

১০৩। এবং তাহারা (অর্থাৎ ইহুদীগণ) উহার (অর্থাৎ সেই পন্থার) অনুসরণ করিল যাহা সোলায়মানের রাজত্বকালে (তাহার হুকুমতের বিরুদ্ধে) বিদ্রোহীগণ অবলম্বন করিয়াছিল; এবং সোলায়মান কাফের ছিল না বরং বিদ্রোহীগণ কাফের ছিল। তাহারা (অর্থাৎ বিদ্রোহীগণ) লোকদিগকে প্রতারণা মূলক কথা শিক্ষা দিত এবং (দাবী করিত যে তাহারা) উহার (অনুসরণ করিতেছে) যাহা বাবেল শহরে হারুত ও মারুত ফেরেশতাদ্বয়ের উপর নাযেল করা হইয়াছিল অথচ তাহারা দুইজন (অর্থাৎ হারুত ও মারুত) কোন ব্যক্তিকে (কিছুই) শিক্ষা দিত না যতক্ষণ পর্যন্ত না (শিক্ষার্থীকে) তাহারা বলিত যে, আমরা (আল্লাহর পক্ষ হইতে) পরীক্ষা স্বরূপ (নিযুক্ত হইয়াছি), অতএব (যাহা আমরা আদেশ করি তাহা) অগ্রাহ্য করিও না। তদনুযায়ী লোকেরা তাহাদের দুইজন হইতে এমন শিক্ষা লাভ করিত যদ্দারা তাহারা স্বামী ও তাহার স্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য করিত এবং আল্লাহর আদেশ ব্যতীত তাহারা তদ্দারা কাহারও ক্ষতি সাধন করিত না, পক্ষান্তরে তাহারা [মোহাম্মদ (সাঃ)-এর শত্রু ইহুদীগণ] এমন শিক্ষা লাভ করিতেছে যাহা লোকের ক্ষতি সাধন করে এবং তাহাদের কোন হিত সাধন করে না, এবং তাহারা নিশ্চিত ভাবে জানে যে, যে কেহ উহা (অর্থাৎ উক্ত কর্ম-পন্থা) অবলম্বন করিবে, তাহার জন্য পরকালে (আশীসের) কোন অংশ থাকিবে না। এবং নিশ্চয় সেই বস্তু অতি জঘন্য যাহার বিনিময়ে তাহারা নিজেদের আত্মাকে বিক্রয় করিয়াছে। হায়! যদি তাহারা ইহা জানিত!

১০৪। এবং যদি তাহারা ঈমান আনিত এবং তাকওয়া অবলম্বন করিত তাহা হইলে (তাহারা জানিতে পারিত যে,) আল্লাহর নিকট হইতে নির্ধারিত তাহাদের প্রতিদান নিশ্চয় উৎকৃষ্টতর প্রতিদান। হায়, তাহারা যদি ইহা জানিত!

১৩ শ রুকু

১০৫। হে মোমেনগণ! (তোমরা রসুলকে সম্বোধন করিয়া) "রায়েণা" বলিও না, "উনযুরনা" বলিও, এবং তোমরা (মনোযোগ ও আদবের সহিত নবীর কথা) শুনিও, এবং (স্মরণ রাখিও যে) কাফেরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্ধারিত আছে।

১০৬। আহলে কিতাব এবং মোশরেকদের মধ্যে যাহারা কুফর করিয়াছে, তাহারা ইহা চাহে না যে, তোমাদের রবের পক্ষ হইতে তোমাদের উপর কোন কল্যাণ বর্ষিত হউক। এবং (তাহারা ভুলিয়া যায় যে) আল্লাহ যাহাকে চাহেন স্বীয় রহমতের জন্য মনোনীত করিয়া থাকেন এবং আল্লাহ মহা ফযলের অধিকারী।

১০৭। আমরা যে কোন আয়াতকে রহিত করিলে অথবা ভুলাইয়া দিলে উহা হইতে উৎকৃষ্টতর অথবা উহার সমতুল্য আয়াত (দুনিয়াতে) আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সকল বিষয়ের উপর, যাহা তিনি ইচ্ছা করেন, পূর্ণ ক্ষমতাবান?

১০৮। তুমি কি জাননা যে নিশ্চয় আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর বাদশাহ্‌ও একমাত্র আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্‌ ছাড়া না কেহ তোমাদের বন্ধু আছে, না কেহ সাহায্যকারী।

১০৯। তোমরা কি তোমাদের রসূলকে সেইভাবে প্রশ্ন করিতে চাও, যে ভাবে পূর্বে মুসাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল? এবং তোমরা (ভুলিয়া যাইতেছ যে) ঈমানকে যে কেহ কুফরের সহিত বদল করিয়া লয়, নিশ্চয় জানিও, সে সোজা পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে।

১১০। আহলে কিতাবের মধ্যে অনেকে তাহাদের নিকট সত্য পূর্ণরূপে প্রকাশিত হওয়ার পর তাহাদের অন্তর-নিহিত বিদ্বেষ বশতঃ এই আকাংখা করে যেন তোমাদের ঈমান আনার পর তাহারা তোমাদিগকে পুনঃরায় কাফের বানাইয়া দেয়? সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌ তাঁহার আদেশ নাযেল করেন তোমরা (তাহাদিগকে) ক্ষমা কর ও (তাহাদের দোষত্রুটি) উপেক্ষা কর। আল্লাহ্‌ নিশ্চয় সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

১১১। এবং তোমরা নামায়কে (যথাবিধি) কায়েম রাখ এবং যাকাত দাও এবং (স্মরণ রাখ) তোমাদের নিজেদের জন্য তোমরা যে কোন পূণ্য কাজ অগ্রে প্রেরণ করিবে উহা তোমরা আল্লাহ্‌র নিকটে পাইবে। তোমরা যাহা কর নিশ্চয় আল্লাহ্‌ উহা দেখেন।

১১২। এবং তাহারা (তথা ইহুদী খ্রীষ্টানগণ) বলে যে যাহারা ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান তাহারা ব্যতিরেকে কেহ জান্নাতে আদৌ প্রবেশ করিবে না; বস্তুতঃ ইহা তাহাদের দুরাকাংখা মাত্র। তুমি তাহাদিগকে বল, যদি তোমরা আপন দাবীতে সত্যবাদী হইয়া থাক তবে প্রমাণ উপস্থিত কর।

১১৩। (এবং বল যে, অন্যান্য লোক) কেন (জান্নাতে প্রবেশ করিবে) না? যে কেহ আল্লাহ্‌র সমীপে আত্মসমর্পন করে এবং সৎকর্মশীল হয়, তাহার জন্য তাহার রবের নিকট প্রতিদান (নির্ধারিত) আছে; না তাহাদের জন্য (ভবিষ্যতের সম্বন্ধে) কোন ভয় হইবে এবং না তাহারা (কোন অতীত ক্ষতির জন্য) দুঃখিত হইবে।

১৪শ রুকু

১১৪। এবং ইহুদীগন বলে যে, খ্রীষ্টানগণ কোন (সত্য) কথার (অর্থাৎ দলীলের) উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, এবং খ্রীষ্টানগণ বলে যে, ইহুদীগণ কোন সত্য কথার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, অথচ তাহারা উভয়ে (একই) কিতাব (তওরাত) পাঠ করে, এইরূপে অন্য লোকও যাহারা কোন জ্ঞান রাখে না, তাহাদের মত কথা বলিত। অতএব তাহারা যে বিষয়ে পরস্পর মতভেদ করিতেছে, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্‌ তাহাদের মধ্যে উহার মীমাংসা করিবেন।

১১৫। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর যালেম আর কে, যে আল্লাহ্‌র মসজিদ সমূহে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে বাধা দেয় এবং উহার ধ্বংস সাধনে প্রয়াসী হয়? ভীতি-বিহ্বল না হইয়া তাহাদের জন্য উহাতে প্রবেশ আদৌ সংগত ছিল না; তাহাদের জন্য পৃথিবীতেও লাঞ্চনা রহিয়াছে এবং পরকালেও মহাশাস্তি নির্ধারিত আছে।

১১৬। এবং পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই; অতএব তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সেই দিকেই আল্লাহ্‌র মুখমণ্ডল বিরাজমান, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ প্রসার-দানকারী, সর্বজ্ঞ।

১১৭। এবং তাহারা বলে, আল্লাহ্‌ (নিজের জন্য) এক পুত্র বানাইয়া লইয়াছেন। (তাহাদের এই কথা ঠিক নহে,) তিনি (সর্বপ্রকার দুর্বলতা হইতে) পবিত্র। বরং আকাশ সমূহ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সকলই তাঁহার; সকলই তাঁহার অনুগত।

১১৮। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর (কোন পূর্ব নমুনা ছাড়া) স্রষ্টা এবং যখন তিনি কোন বস্তুকে অস্তিত্বে আনিতে মনস্থ করেন, তখন তিনি উহা সম্বন্ধে শুধু বলেন, 'হও' এবং উহা হইয়া যায়।

১১৯। এবং ঐ সকল লোক যাহারা (খোদার হিকমতের) কোন জ্ঞান রাখে না, (তাহারা) বলে, কেন আল্লাহ্ আমাদের সহিত (সরাসরি) কথা বলেন না অথবা (কেন) আমাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে না ? অনুরূপভাবে (হুবহু) তাহাদেরই মত কথা তাহারাও বলিত যাহারা তাহাদের পূর্ববর্তী (যামানার) লোক ছিল। ইহাদের হৃদয়গুলি একই রকমের হইয়া গিয়াছে। নিশ্চয় আমরা ঐরূপ লোকদের জন্য যাহারা একীন রাখে সর্ব প্রকার নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছি। (কিন্তু তাহারা মানে না)।

১২০। নিশ্চয় আমরা তোমাকে শুভসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে সত্য সহ প্রেরণ করিয়াছি এবং তুমি দোযখের অধিবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে না।

১২১। এবং (স্মরণ রাখিও যে,) ইহুদীগণ কখনও তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইবে না এবং খ্রীষ্টানগণও (সন্তুষ্ট হইবে না) যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তাহাদের ধর্মের অনুসরণ করিবে। তুমি (তাহাদিগকে) বলিয়া দাও, নিশ্চয় আল্লাহর হেদায়তই আসল হেদায়ত এবং (হে শ্রোতা !) যে জ্ঞান তোমার নিকট আসিয়াছে উহার পরও যদি তুমি তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর, তাহা হইলে আল্লাহর পক্ষ হইতে না কেহ তোমার বন্ধু হইবে এবং না কেহ সাহায্যকারী।

১২২। (ঐ সকল লোক) যাহাদিগকে আমরা কিতাব (কোরআন) দান করিয়াছি, তাহারা যথাযথ ভাবে উহার অনুসরণ করে ; তাহারাই উহার উপর প্রকৃত ঈমান রাখে এবং যাহারা উহাকে অস্বীকার করে, তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

১৫শ রুকু

১২৩। হে বনী ইসরাঈল ! তোমরা আমার সেই নে'মতকে স্মরণ কর যাহা আমি তোমাদিগকে দান করিয়াছিলাম, এবং (ইহাও স্মরণ কর যে,) আমি তোমাদিগকে বিশ্বের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম।

১২৪। এবং সেই দিনকে ভয় কর, যখন কোন ব্যক্তি কাহারও জন্য আদৌ যামিন হইবে না এবং তাহার নিকট হইতে কোন প্রকার মুক্তিপণও গৃহীত হইবে না এবং কোন সুপারিশও তাহার উপকার সাধন করিবে না এবং তাহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্যও করা হইবে না।

১২৫। এবং (সেই সময়কেও স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীমকে তাহার রব কতিপয় বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং সে উহা পূর্ণ করিয়া দেখাইয়াছিল। (আল্লাহ্) বলিলেন, আমি নিশ্চয় তোমাকে মানবজাতির জন্য ইমাম নিযুক্ত করিতে চলিয়াছি। সে (ইব্রাহীম) বলিল, 'আমার বংশধরগণের মধ্য হইতেও (ইমাম বানাইও)। আল্লাহ্ বলিলেন, (কিন্তু) আমার প্রতিশ্রুতি যালেমদিগের উপর বর্তিবে না।

১২৬। এবং (সেই সময়কেও স্মরণ কর) যখন আমরা এই (কাবা) গৃহকে মানবজাতির জন্য পুণঃ পুণঃ মিলন-কেন্দ্র এবং শান্তিধাম করিয়াছিলাম এবং (আদেশ দিয়াছিলাম,) তোমরা ইব্রাহীমের (দাঁড়াইবার) স্থানকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ কর এবং আমরা ইব্রাহিম ও

ইসমাইকে তাগিদ করিয়াছিলাম যে, তোমরা উভয়েই আমার এবাদতের গৃহকে তওয়াফকারী, এ'তেকাফকারী এবং রুকু ও সেজদাকারীগণের জন্য পবিত্র (এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন) রাখিও।

১২৭। এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম বলিয়াছিল, হে আমার রব! ইহাকে (অর্থাৎ এই স্থানকে) এক শান্তিপূর্ণ শহর বানাইয়া দাও এবং উহার বাসিন্দাগণের মধ্যে যাহারা আল্লাহর এবং পরকালের উপর ঈমান রাখিবে, তাহাদিগকে নানাবিধ ফল দান কর। (আল্লাহ) বলিলেন, এবং যে অস্বীকার করিবে তাহাকে(ও) আমি কিছুকাল ফায়দা পৌঁছাইব, অতঃপর আমি তাহাকে আগুনের আযাবের দিকে ধাবিত করিব এবং ইহা অতি নিকৃষ্ট পরিণামস্থল।

১২৮। এবং (সেই সময়কেও স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম এই গৃহের ভিত্তি উঠাইতেছিল এবং (তাহার সহিত) ইসমাইলও, (এবং উভয়েই দোয়া করিতেছিল) হে আমাদের রব! আমাদের নিকট হইতে (এই খেদমত) গ্রহণ কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

১২৯। হে আমাদের রব! (আমরা ইহাও প্রার্থনা করিতেছি যে) তুমি আমাদের উভয়কে তোমার অনুগত (বান্দা) বানাও এবং আমাদের বংশধরগণের মধ্যেও তোমার এক অনুগত উম্মত বানাও এবং আমাদের বংশধরগণের মধ্যেও তোমার এক অনুগত উম্মত বানাও, এবং তুমি আমাদিগকে আমাদের (অবস্থা উপযোগী) এবাদতের নিয়মাবলী শিক্ষা দাও এবং তুমি আমাদের প্রতি স্বীয় ফজলের সহিত দৃষ্টিপাত কর ; নিশ্চয় তুমি (স্বীয় বান্দাগণের প্রতি) অত্যন্ত মনোযোগশীল, বার বার করুণাকারী।

১৩০। হে আমাদের রব! (আমাদের ইহাও প্রার্থনা যে) তুমি তাহাদিগের মধ্য হইতে এক রসুল আবির্ভূত কর, যে তাহাদিগকে তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনাইবে এবং তাহাদিগকে কিতাব এবং হিকমত শিক্ষা দিবে এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিবে ; নিশ্চয় তুমি প্রবল, সর্বজ্ঞ।

১৭শ রুকু

১৩১। এবং সেই ব্যক্তি ব্যতিরেকে যে নিজেকে বিনষ্ট করিয়াছে আর কে ইব্রাহিমের ধর্ম হইতে বিমুখ হইবে! এবং নিশ্চয় আমরা তাহাকে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং পর-জগতেও সে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১৩২। এবং যখন তাহার রব তাহাকে বলিয়াছিল, আমার নিকট আত্ম সমর্পন কর, সে (উত্তরে) বলিল, আমি (পূর্ব হইতেই) সকল জগতের রবের নিকট আত্মসমর্পন করিয়াছি।

১৩৩। এবং ইব্রাহিম তাহার সন্তানগণকে এবং ইয়াকুবও (তাহার সন্তানকে) ইহার (অর্থাৎ আত্ম সমর্পনের) বিষয়ে তাকিদ করিয়াছিল, হে আমার সন্তানগণ! আল্লাহ্ নিশ্চয় তোমাদের জন্য এই ধর্মকে মনোনীত করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা (আল্লাহর জন্য) পূর্ণ আত্মসমর্পনকারী অবস্থায় হওয়া ব্যতীত কিছুতেই মৃত্যু বরণ করিবে না।

১৩৪। তোমরা কি উপস্থিত ছিলে যখন ইব্রাহিমের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছিল? (এবং) যখন সে তাহার সন্তানগণকে বলিতেছিল, আমার মৃত্যুর পর তোমরা কাহার এবাদত করিবে? তাহারা উত্তরে বলিয়াছিল, আমরা তোমার মা'বুদ এবং তোমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাইল ও ইসহাকের মা'বুদ যিনি একক মা'বুদ, তাহারই এবাদত করিব, এবং আমরা তাহারই ফরমাবরদার।

১৩৫। ইহা সেই উম্মত যাহারা (তাহাদের কাল পূর্ণ করিয়া) চলিয়া গিয়াছে; তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে (উহার লাভ-ক্ষতি) তাহাদের জন্য, এবং তোমরা যাহা অর্জন করিয়াছ (উহার লাভ-ক্ষতি) তোমাদের জন্য রহিয়াছে এবং তাহারা যাহা করিত উহার জন্য তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে না।

১৩৬। এবং (তোমরা কি শুনিয়াছ যে) তাহারা ইহাও বলে, তোমরা ইহুদী অথবা খৃষ্টান হও তাহা হইলে তোমরা হেদায়ত পাইবে। তুমি (তাহাদিগকে) বলিয়া দাও যে, (এরূপ) না, বরং তোমরা ইব্রাহীমের ধর্ম (গ্রহণ কর) যে (আল্লাহর প্রতি) সদা একনিষ্ঠ ছিল এবং সে মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

১৩৭। তোমরা বল, আমরা আল্লাহর উপর এবং যাহা কিছু আমাদের উপর নাযেল করা হইয়াছে এবং যাহা ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং (তাহাদের) সন্তান-সন্ততির উপর নাযেল করা হইয়াছিল এবং যাহাকিছু মুসা এবং ঈসাকে দেওয়া হইয়াছিল এবং (অনুরূপ ভাবে) যাহা বাকি নবীগণকে তাহাদের রবের পক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছিল, এই সকলের (অর্থাৎ ওহীর) উপর ঈমান রাখি। আমরা তাহাদের মধ্যে কাহাকেও (অর্থাৎ কোন নবীকে অন্য নবীগণ হইতে) প্রভেদ করি না, এবং আমরা তাঁহারই ফরমাবরদার।

১৩৮। অতএব যদি তাহারা সেইভাবে ঈমান আনে যেভাবে তোমরা ইহার (অর্থাৎ এই শিক্ষার) উপর ঈমান আনিয়াছ, তাহা হইলে নিশ্চয় হেদায়ত পাইবে। কিন্তু যদি তাহারা ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে (জানিও যে) তাহারা শুধু মতভেদে (বদ্ধপরিকর) রহিয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তোমাকে তাহাদের অনিষ্ট হইতে বাঁচাইবেন। এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

১৩৯। (হে মুসলমানগণ! তাহাদিগকে বল, আমরা) আল্লাহর ধর্ম (গ্রহণ করিব) এবং ধর্ম (শিক্ষা দেওয়ার) বিষয়ে কে আল্লাহ্ হইতে উত্তম হইতে পারে? এবং আমরা তাঁহারই ইবাদতকারী।

১৪০। বল, তোমরা কি আল্লাহর সম্বন্ধে আমাদের সহিত বিতর্ক করিতেছ? অথচ তিনি আমাদেরও রব এবং তোমাদেরও রব। এবং আমাদের কর্ম আমাদের জন্য এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য এবং আমরা তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগী।

১৪১। (হে আহলে কিতাব!) তোমরা কি এই বলিতেছ যে, ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং (তাহাদের) সন্তান-সন্ততি ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান ছিল? এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর যালেম কে, যে ঐ সাক্ষ্যকে যাহা আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহার নিকট আছে, গোপন করে? এবং তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ কখনও বেখবর নহেন।

১৪২। ইহারা সেই জাতি যাহারা (তাহাদের কাল পূর্ণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে (উহার লাভ-লোকসান) তাহাদের জন্য, এবং তোমরা যাহা অর্জন করিয়াছ উহার (লাভ-লোকসান) তোমাদের জন্য রহিয়াছে এবং তাহারা যাহা কিছু করিত সে বিষয়ে তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে না।

(ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৭৯। মানবতার সম্মান, সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, দুর্বলের প্রতি স্নেহ, পশুর প্রতি দয়া

৪৩৮। হযরত হারিস বিন ওহব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : "আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এই ফরমাইতে শোনিয়াছি : 'জান্নাতবাসীগণ সম্বন্ধে আমি কি তোমাদিগকে কিছু বলিব? প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি, যাহাকে লোকে দুর্বল মনে করে, কিন্তু সে যখন আল্লাহতায়ালার উপর ভরসা করিয়া তাঁহার নামে কসম খায়, তখন আল্লাহতায়ালা তাহার কসম পুরা করেন এবং সে যেরূপ চায়, সেইরূপ করেন।" অতঃপর ফরমাইলেন : "আমি কি তোমাদিগকে দোযখবাসীদের সম্বন্ধে অবহিত করিব? প্রত্যেক উদ্ধত, স্বেচ্ছাচারী অগ্নিশর্মা অহঙ্কারী দোযখের ইন্ধন হইবে।"

['মুসলিম'; 'বাবুন-নারে ইয়াদখুলু হাল-জাব্বারুনা ওয়াল্ জান্নাতু ইয়াদ্খুলুহায্ যোয়াফা; ২:২৯৬ পৃঃ]

৪৩৯। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "অনেক লোক এরূপ যে, তাহাদের চুলগুলি এলোমেলো ও ধুলা-বালুকা পূর্ণ থাকে। অর্থাৎ, বাহ্যিকদিক হইতে মামুলী, সাধারণ লোক বলিয়া দেখায়, দরজা দরজান্তর হইতে তাহাদিগকে হাঁকাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু আল্লাহতায়ালার উপর ভরসা পূর্বক যদি তাহারা কসম খায় যে, এরূপ হওয়া চাই, তবে খোদাওন্দতায়ালা তদ্রূপই করিয়া থাকেন। ['মুসলিম'; 'কিতাবুল জান্নাহ; ২ : ২৯৬ পৃঃ]

৪৪০। হযরত আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আমি এই ফরমাইতে শোনিয়াছি : 'দুর্বলের মধ্যে আমাকে তালাস কর। অর্থাৎ আমি তাহাদের সঙ্গে আছি। তাহাদেরকে সাহায্য করিয়া তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভ করিতে পার। বস্তুতঃ, দুর্বল ও দারিদ্রদিগকে সাহায্য করিবার ফলেই তোমরা খোদার সাহায্য তাঁহার মদদ পাও এবং তাঁহার নিকট হইতে রিজিক পাইতে পার।"

['বুখারী'; 'কিতাবুল জিহাদ; 'মানিস্তায়ানা বিয্ যুয়াফা; ১:৪০৫ পৃঃ এবং আবু দাউদ]

৪৪১। হযরত আবু যার' রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন: "আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, 'কোন কর্ম সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন: "আল্লাহতায়ালার উপর ঈমান রাখা এবং তাঁহার পথে জিহাদ করা।" অতঃপর, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: 'সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কুরবানী কি?' তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: ঐ সব পশুর মধ্যে মালিক পছন্দ করে সর্বাপেক্ষা অধিক যেটিকে এবং যাহার মূল্য সবার চাইতে অধিক।' আমি নিবেদন করিলাম: 'যদি আমি তাহা না পারি, তবে কি করিব?' তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: 'কোনো কাজের লোকের সহিত কাজ কর, বা অনভিজ্ঞ ব্যক্তি, যে তাহার কাজ ভালমত করিতে পারে না, তাহার কাজে সাহায্য কর।' অতঃপর, আমি নিবেদন করিলাম: 'হে আল্লাহর রাসুল (সাঃ)! যদি আমি এই কাজও পুরামত করিতে না পারি?' তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: 'লোকের অনিষ্ট করা হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। কারণ, ইহাও তোমার দিক হইতে এক প্রকার সাদকাহ্ এবং তোমার জন্য ভাল।" [মুসলিম; কিতাবুল ঈমান; 'বাবু বয়ানিনল্ ঈমানে বিল্লাহে আফযালুল আয়মাল; ১:৪১ পৃ:]

৪৪২। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার নাতি (দৌহিত্র) হযরত হাসান (রাযিঃ) বিন্ আলী (রাযিঃ)-কে চুম্বন করিলেন। তখন তাঁহার নিকটে আকবায়্ বিন জাবেনও বসা ছিল। ইহা দেখিয়া নিবেদন করিল: "আমার দশ পুত্র। আমি কাহাকেও চুম্বন করি নাই।" তিনি (সাঃ) তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন এবং ফরমাইলেন: "যে দয়া করে না, তাহার প্রতি দয়া হয় না।"
['বুখারী; 'কিতাবুল আদব; 'বাবু রাহমতুল ওয়ালাদে-ও-তকবিলুহু; ২:৮৮৭ পৃ:]

৪৪৩। হযরত জারির বিন্ আব্দুল্লাহ্ রিওয়াইত করিতেছেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "লোকের প্রতি যে দয়া করে না, আল্লাহ্‌তায়ালাও তাহার প্রতি দয়া করিবেন না।" ['মুসলিম; 'কিতাবুল ফাযায়েল, 'বাবু রাহমাতুস্ সিবইয়ানে ওয়াল আইয়াল; ২:৭১ পৃ:]

৪৪৪। হযরত সাহ্‌ল বিন সায়দ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "আমি এবং এতীমকে দেখা-শোনা করে, যে ব্যক্তি, (আমরা উভয়) জান্নাতে এই প্রকারে থাকিব।" তিনি ইহা ব্যাখ্যার জন্য তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলী সম্মিলিত করিলেন এবং ইহাদের মধ্যে সামান্য ফাঁক রাখিলেন।
['বুখারী'; 'বাবু ফাযলু মাইয়াযুলু ইয়াতিমান'; ২:৮৮৮ ও ২:৭৯৯ পৃ:] (ক্রমশঃ)

(হাদীকাতুল সালেহীন গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)এর

অমৃত বানী

বিপদাবলী ও মৃত্যুর তাৎপর্য

মানব-জীবন কখনও বিপদ-মুক্ত থাকিতে পারে না। কোন না কোন আকারে কোন না কোন বিপদ বা দুঃখ-কষ্ট মানুষের উপর আসিয়াই থাকে। তাহা রোগ-শোকের আকারেই হউক অথবা ইজ্জত-আব্রু কিম্বা অর্থ ও সম্পদ ঘটিত হউক। কিন্তু মুমেনের বিপদ তাহার জন্য সহজ হইয়া যায় এবং তাহার গোনাহর প্রায়শ্চিত্তের কারণ হয়। সে ঐ বিপদকে তাহার জন্য খোদাতায়ালার সহিত সম্পর্ক বাড়াইবার উপায় বলিয়া বিশ্বাস করে, এবং প্রকৃতপক্ষেও তদ্রূপই ঘটিয়া থাকে। ঐ বিপদই ঈমানহীন ব্যক্তিদের জন্য আজাব বা শাস্তি স্বরূপ হয়। কখনও অন্যকে বিপদে দেখিয়া আনন্দিত হওয়া উচিত নয়। কেননা উহা তো শিক্ষা গ্রহণের এক উপলক্ষ। নিজেও উহার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

ইহাও স্মরণ রাখিও যে, দুঃখ-কষ্ট রূপ আঘাত বা ক্ষতের জন্য আল্লাহতায়ালার উপর নির্ভরতার ন্যায় স্বস্তিকর ও আরামদায়ক মলম বিশেষ অন্য কিছু নাই। যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার উপর ভরসা করে, সে কঠোর হইতেও কঠোরতর দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাবলীর মধ্যে স্বস্তি ও শান্তি বোধ করে। সে তাহার অন্তরে তিক্ততা ও আজাব অনুভব করে না। খুব বেশী বিপদাবলীর শেষ পরিণাম ইহাই হইতে পারে যে, অপরিবর্তনীয় চূড়ান্ত তকদীর উপস্থিত হইয়া থাকিলে মৃত্যু ঘটিবে। কিন্তু তাহাতে কি যায় আসে? দুনিয়া আদৌ এমন কোন স্থান নয় যেখানে মানুষ চিরকাল বাস করিবে। পরিশেষে একদিন সেই মুহূর্তটি প্রত্যেকের উপর অবশ্যই আসে, যখন তাহাকে এই দুনিয়া ছাড়িয়া যাইতে হয়। সুতরাং যদি তাহার মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে ক্ষতি কি? মুমেনের জন্য তো এই মৃত্যু অধিকতর আনন্দদায়ক এবং প্রিয়ের সহিত মিলন লাভের উপায় স্বরূপ হইয়া থাকে। এজন্য যে, সে আল্লাহতায়ালার উপর পূর্ণ ঈমান এবং তাঁহার কুদরত সমূহের উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখে এবং জানে যে, পরকাল তাহার জন্য চিরস্থায়ী শান্তিধাম। সুতরাং শুধুমাত্র বিপদ, উহা অসুখ-বিসুখই হউক অথবা অন্য কোনও প্রকারের দুঃখ-কষ্ট, মানুষের পক্ষে আজাবের কারণ হইতে পারে না, বরং সেই বিপদ যন্ত্রণাদায়ক আজাব স্বরূপ হইয়া থাকে যে বিপদে আল্লাহতায়ালার উপর মানুষের ঈমান ও ভরসা না থাকে। এরূপ ব্যক্তি অবশ্য আজাব ভোগ করিয়া থাকে।

মৃত্যু না আসুক—এরূপ কেহ ধারণা করিলে তাহা হইবে অসার ও অলিক। কেননা এই জগতকে আল্লাহতায়ালা অস্থায়ী আবাসস্থল হিসাবেই নিরূপীত করিয়াছেন। এইরূ ব্যক্তির জন্য পরজগতে জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হইবে, উহার জন্য তাহাকে প্রস্তুত থাকা উচিত।

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। উহা হইতে কাহারও রেহাই নাই। নিশ্চয় জানিবে, এই পান-পাত্র সেবন হইতে কেহই বাঁচিতে পারে না। খোদাতায়ালার সকল মনোনীত বান্দা ও নবী-রসুলগণকেও এই পথ দিয়া অতিক্রম করিতে হইয়াছে। অতএব, আর কে আছে যে বাঁচিতে পারে? দার্শনিকগণ যাহারা শক্ত হৃদয়ের অধিকারী তাহারাও ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন এবং তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন বরং ইহাকে জরুরী বলিয়া মনে করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহারা দেখিতে পারিয়াছেন যে পৃথিবীর মাত্র চতুর্থাংশ বাসোপযোগী, এবং উহার অতি অল্প অংশই আবাদ। আবহমান কাল হইতে যে সকল মানুষ জন্ম লাভ করিয়াছে যদি তাহারা এখনও জীবিত থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের বসবাসের জন্য কোন স্থান থাকিত না। সুতরাং স্বয়ং এই সংখ্যাধিক্যতাই মৃত্যুর আবশ্যকতার দাবী জানায় যাহাতে পূর্ববর্তীগণ চলিয়া গেলে পরবর্তীদের সংকুলান হয়। মৃত্যু সম্বন্ধে আদৌ এই ধারনা করা উচিত নয় যে, মৃত্যুবরণ করিয়া মানুষ একেবারে লয়প্রাপ্ত ও নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। না, বরং তাহার দৃষ্টান্ত এমনই, যেমন একটি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া মানুষ আর একটি কক্ষে চলিয়া যায়। ইহার প্রকৃত স্বরূপ কিছুটা স্বপ্নের দ্বারা বুঝা যাইতে পারে। কেননা নিদ্রাও মৃত্যু তুল্য। নিদ্রাবস্থায়ও এক প্রকারের 'কব্‌যে রুহ' হইয়া থাকে। ঘুমন্ত ব্যক্তির পার্শ্বে বসা মানুষ তাহাকে একেবারে অচেতন ও আত্মবিভোর অবস্থার স্বীকার বলিয়া মনে করে কিন্তু স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ আর এক জগতে অবস্থান ও বিচরণরত থাকে। অথচ তখন দৃশ্যতঃ তাহার ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও শক্তি নিচয় নিষ্ক্রিয় বলিয়া মনে হয় কিন্তু নিদ্রাগত ও স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি ভালভাবেই জানে যে তাহার ইন্দ্রিয় ও শক্তিগুলি সক্রিয় রহিয়াছে। তেমনি ধারায় মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিও মৃত্যুর পর তৎক্ষণাৎ নিজেকে আর এক জগতে দেখিতে পায়। অবশ্য ইহা সত্য যে, মৃত্যু উপস্থিত কালে সেই ব্যক্তি, যে তাহার সময়কে সংসার ও পার্থিব ঐশ্বর্য উপার্জনেই বিনষ্ট করিয়াছে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত সত্যিকার সম্পর্ক স্থাপন করে নাই সে তখন তাহার বহু কাজ অসমাপ্ত অবস্থায় যেহেতু দেখিতে পায় সেইহেতু প্রবল আক্ষেপ ও দুঃখ-বেদনা তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এবং মৃত্যু তাহার নিকট বিষবৎ মনে হয়। এতদ্বারা স্পষ্টতঃ প্রতিপাদিত হয় যে, মানুষ যেন পার্থিব বিষয়াদিতে অত্যাসক্তির স্বীকার না হয় এবং জীবনের মুহূর্তগুলিকে বৃথা যাইতে না দেয় বরং প্রতিটি মূহুর্তকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া এবং এই বিশ্বাসের উপর যে হয়ত এখনই মৃত্যু ঘটিতে পারে—মৃত্যু বরণের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। এই প্রস্তুতির চিন্তা যখন তাহার মনে দানা বাঁধিবে, তখন উহার এই প্রভাব বিস্তারিত হইবে যে, আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত মানুষ তাহার সম্পর্ক বাড়াইতে চেষ্টিত হইবে এবং পরজগতে আরাম ও সুখ পাওয়ার বিষয়ে মনোযোগী ও যত্নবান থাকিবে। (ক্রমশঃ)

(মলফুজাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৪—৪৯)

অনুবাদ: মোঃ আহমদ সাদেক মাহমূদ, সদর মুরুব্বী।

ঈদুল-আয্‌হার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[১২ই নবুওত ১৩৫৭ হিঃ শাঃ মোতাবেক ১২ই নভেম্বর ১৯৭৯ইং মসজিদ আকসা, রাবওয়া]

ঈদুল-আজহা হজ্জ-ব্রতের সহিত সম্পর্কিত, এবং হজ্জের সম্পর্ক এরূপ একটি কুরবানীর সহিত, যাহা চরম পর্যায়ের সাক্ষাৎ মহব্বতের মুখাপেক্ষী এবং সেই মহব্বত সৃষ্টি হইতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদাতায়ালার সত্তা ও তাঁহার গুণাবলীর মা'রেফাত তথা সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞান হাসিল হয়।

মানুষের উচিত সে যেন মা'রেফত হাসিলের পর নিজের গর্দান খোদা-তায়ালার সামনে ঝুকাইয়া দেয় এবং তাহার সন্তোষেই সন্তুষ্ট থাকে।

তাশাহুদ ও তায়াওউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর বলেন ঃ

কুরবানীর ঈদের সহিত সর্বদাই আধ্যাত্মিকভাবে রহমত সুলভ বারিবর্ষণের সম্পর্ক থাকে। কখনও ঐ সম্পর্কটি দৃশ্যতঃ দেখাও যায়, যেমন আজ এই ক্ষেত্রেও দেখা যাইতেছে। আল্লাহতায়ালা আপন অনুগ্রহে আমাদিগকে জাগতিক বারিবর্ষণে ভূষিত করিয়াছেন। খোদা করুন, আমাদের কুরবানী সমূহ যেন তাঁহার সমীপে সর্বদা কবুল হইতে থাকে।

এই ঈদ যাহাকে বড় ঈদ বা ঈদুল-আয্‌হা অথবা কুরবানীর ঈদ বলা হয়, ইহা হজ্জ ব্রতের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত, যাহা প্রতি বৎসর মক্কা-মুকাররমায় পালন করা হয়, এবং এই হজ্জ-ব্রত পালন করা من استطاع اليه سبيلا অনুযায়ী প্রত্যেক সেই মুসলমানের উপর বাধ্যকর যে উহা পালনের সামর্থ্য রাখে। সামর্থ্যের প্রশ্নে অনেকগুলি জিনিষ এবং অবস্থাবলী জড়িত রহিয়াছে এবং সেই বিষয়ে পূর্ববর্তীগণও পর্যালোচনা করিয়াছেন এবং আমাদের বিভিন্ন বক্তৃতা ও লিখায়ও সেগুলির উল্লেখ সচরাচর হইতে থাকে। সেজন্য উহার বিস্তারিত বিবরণে যাওয়ার এখন প্রয়োজন নাই। আমি ইহা বলিতে চাই যে, এই ঈদের সম্পর্ক হজ্জ-ব্রতের সহিত রহিয়াছে এবং হজ্জের সম্পর্ক এরূপ এক কুরবানীর সহিত জড়িত, যাহা চরম পর্যায়ের মহব্বতের মুখাপেক্ষী। উহা ব্যতীত সেই কুরবানী পেশ করা যায় না। এবং সেই প্রকৃত ও মহান কুরবানী যাহা কোন বান্দা তাহার রবের সমীপে পেশ করিতে পারিয়াছে, তাহা ছিল হযরত মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কুরবানী। কিন্তু তাঁহার দ্বারা যেহেতু জাতিসমূহকে কুরবানী পেশ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা নির্ধারিত ছিল, সেহেতু এ উদ্দেশ্যে তরবিয়ত ও প্রশিক্ষণের সূচনা করা হয় হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সময় হইতে। উহা ছিল সেই প্রথম দৃষ্টান্ত যাহা এই ধারায় কায়েম করা হয় যে মানুষে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল কিন্তু সেই তরবিয়তের প্রাথমিক

সবকের সময়ে খোদাতায়ালার তরফ হইতে তাঁহার ঐরূপ বান্দাগণের উপর যে ফজল নাযিল হইয়া থাকে উহার অভিব্যক্তি ঘটিল এইভাবে যে, সেই অগ্নিকুণ্ডকে আল্লাহতায়ালা আদেশ দিলেন :

يا نار كونى بردا و سلاما (الانبياء)

('হে অগ্নি! তুমি নির্বাপিত হও এবং ইব্রাহীমের জন্য শান্তির কারণ হইয়া যাও।') শত্রু তাহার পরিকল্পনায় বিফল মনরথ হইল এবং যে অগ্নিকুণ্ড ইব্রাহীম (আঃ)-কে দগ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে প্রজ্বলিত করা হইয়াছিল উহাকে তাঁহার জন্য শীতল ও শান্তির কারণে পরিণত করা হইল। উহা তাঁহাকে বিদগ্ধ করিতে পারিল না বরং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অন্তরে পরম সুস্বাদ ও আনন্দের সঞ্চার করিল। এইভাবে হযরত ইব্রাহীমের গৃহে ও পরিবারে একটি দৃষ্টান্ত ও নমুনা উদ্ভাবণ করা হইল এবং তিনি তাঁহার পুত্রকে শুষ্ক তরু-লতাহীন মরু-প্রান্তরে বাস করিবার জন্য রাখিয়া আসিতে প্রস্তুত হইলেন, যেখানে তাহার বসবাস ক্ষণিকের মধ্যে মৃত্যু ঘটাইয়া দেয়—এমন ধরনের ঘটনা ছিল না বরং উহা ছিল আজীবন সার্বক্ষণিক মৃত্যু বরণ করার তুল্য। আগুনের মধ্যে তো কয়েক মিনিটের জন্য কষ্ট হয় তারপর মানুষের মৃত্যু ঘটিয়া যায়, যদি খোদাতায়ালার আদেশে আগুন নির্বাপিত হইয়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা না হয়।

এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত হযরত হাজেরা (আঃ) এবং তাঁহার পুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ) দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিলেন। এরূপ অসহায় অবস্থায় মায়ের সর্বক্ষণ মৃত্যুকে নিজ চোখের সামনে ভাসিতে দেখা এবং শিশুর অন্তরে এই অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া যে তাহার কেহ ওয়ারিশ বা অভিভাবক আছে কি নাই, ভয়াবহ বিপদ হইতে কেহ উদ্ধারকারী আছে কি নাই—ইহা এরূপ এক কুরবানী যাহার দৃষ্টান্ত জগতে পাওয়া যায় না। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের ভরসা একমাত্র আল্লাহতায়ালার উপরই ছিল এবং তাহাদের সহিত খোদাতায়ালার ব্যবহারের দ্বারা ইহাই প্রকাশ পাইয়াছিল যে, সকলের চাইতে সর্বাপেক্ষা আদর-যত্নকারী হইলেন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক রব, যিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তিনি তোমাদের সকল দুঃখ-কষ্ট মোচন করিয়া এক বিরাট জাতি এখানে সৃষ্টি করিয়া দিবেন, তিনি সারা জগতের নেয়মত সমূহ আনিয়া এখানে একত্র করিয়া দিবেন এবং তোমাদের বংশধরদের উপর রুহানী উন্নতি লাভের দুয়ার অবারিত করিবেন এবং কালক্রমে যখন তাহারা বিকারগ্রস্ত হইবে তখনও তাহাদের মধ্যে এরূপ সুপ্ত শক্তি নিচয় বিদ্যমান থাকিবে যে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাহাদের মধ্য হইতে যখন আবির্ভূত হইবেন এবং মানুষ তাঁহার উপর ঈমান আনিবে তখন তাহাদের ঐ সুপ্ত শক্তিগুলিকে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বদৌলতে সঞ্জীবিত করা হইবে এবং যৌবনাবস্থা তাহাদের মধ্যে সৃষ্টি হইবে; তারপর মানব সকলের মধ্যে নতুন শক্তি, নব উদ্যম, সজীবতা ও উদ্দীপনা সঞ্চারিত হইবে।

সুতরাং শুরুতে যেমন আমি বলিয়াছি—এই প্রকারের কুরবানী পেশ করা মহব্বত ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। আর মহব্বত সৃষ্টি করা যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদাতায়ালার সিফাত (গুণাবলী)-এর মা'রেফত তথা সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। যখন মানুষ খোদাতায়ালার সত্তা ও গুণাবলীর মা'রেফত অর্জন করে তখন সে দুইটি জিনিস লাভ করে। এক, আল্লাহর মহব্বত। কেননা খোদাতায়ালার সত্তা ও গুণাবলীতে এতই সৌন্দর্য বিদ্যমান যে, মানবাত্মা তাঁহার সহিত প্রেম না করিয়া থাকিতে পারে না। উহা বাধ্য হইয়া পড়ে খোদাতায়ালাকে ভালবাসিতে। আর দ্বিতীয় জিনিস হইল এই ভয় যে, আল্লাহতায়ালা যিনি মহা মহিমাময়, মহা প্রতাপশালী, মর্যাদাবান, সকল শক্তি, সৌন্দর্য ও কল্যাণের উৎস, আমাদের প্রতি তিনি যেন অসন্তুষ্ট না হন।

সুতরাং আল্লাহতায়ালার সত্তা ও গুণাবলীর তত্ত্বজ্ঞানের ফলে মানুষের হৃদয়ে প্রেম ও ভীতির সৃষ্টি হয় এবং যখন প্রকৃত ও সত্যিকারভাবে সৃষ্টি হয়, তখন নাজাত বা পরিত্রাণের সকল উপায় ও সূত্র তাহার হাসিল হইয়া যায়। সে আল্লাহতায়ালাকে সেই ভাবে ভালবাসিতে আরম্ভ করে, যেভাবে উল্লেখিত তরবিয়তের যে ধারা প্রবাহিত হইয়াছে উহার সূচনাতেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁহার সাহেবজাদা (পুত্র) হযরত ইসমাইল (আঃ) আল্লাহতায়ালার প্রতি প্রেম প্রদর্শন করিয়াছেন; তারপর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর প্রতি প্রেমের ক্ষেত্রে এত মহান আদর্শ ও দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছেন যে, সেই অদর্শ ও দৃষ্টান্তের প্রভাবে তাঁহার সাহাবাও সেই রঙে রঙিন হইয়াছেন। তেমনি উম্মতে-মুসলেমায় আল্লাহতায়ালার এরূপ লক্ষ লক্ষ ও কোটি-কোটি বান্দা সৃষ্টি হইয়াছেন, যাঁহারা খোদাতায়ালার মা'রেফতের ফলে তাঁহার প্রেমাসক্ত ছিলেন। এবং যেহেতু তাঁহারা খোদাতায়ালাকে ভালবাসিয়াছিলেন এবং তাঁহার অসন্তোষের ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত থাকিতেন সেইহেতু তাঁহারা দুনিয়ার কোন পরওয়া করিতেন না।

মানুষের হৃদয়ে যখন আল্লাহতায়ালার প্রেম ও ভীতি সৃষ্টি হয়, তখন উহার ফলশ্রুতি হিসাবে একটি মানসিকতার সৃষ্টি হয়। তাহা এই যে, سمعنا و اطعنا (—'শ্রবণ করিলাম এবং মান্য করিলাম')। অতঃপর মানুষ তাহার প্রিয়কে আর প্রশ্ন করে না বরং সে তাহাকে বলে যে, 'তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই পালন করিয়া যাইব।' কুরআন করীমে এই বিষয়বস্তুটিকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন পূর্বাপর সূত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে। একটি জায়গায় বলা হইয়াছে: و قالوا سمعنا و اطعنا

অর্থাৎ, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁহার উপর ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তিগণের মুখে একথাই নিঃসৃত হয় যে, 'আমরা শুনিলাম এবং মানিলাম'। অর্থাৎ যখনই কোন হুকুম তাঁহাদের কানে পড়ে বা তাঁহাদের সামনে পেশ করা হয়, তখন এতায়াত বা মান্যতা ব্যতীত তাহাদের চরিত্রে অন্য কিছু প্রকাশ পায় না। তারপর "সামে'না ওয়া আতা'না"—এর মধ্যে قالوا—শব্দে যে সর্বনাম আছে তাহা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি যেমন প্রযোজ্য তেমনি তাঁহার উপর ঈমান আনায়নকারীদের প্রতিও

প্রযোজ্য। সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের ঈমান এবং তদনুযায়ী আমল করা সত্ত্বেও ইহাই বলেন: "হে আমাদের স্রষ্টা ও পালন-কর্তা রব! আমরা তোমার 'মাগফেরাত (ক্ষমা ও হেফাজত এবং পৃষ্ঠপোষকতা) কামনা করি।" (غفرانك ربنا و اليك المصير)

সুতরাং ইহা সেই 'এতায়াত' যাহা মহব্বত ব্যতিরেকে সৃষ্টি হইতে পারে না; এবং ইহাই সেই এতায়াত, যাহা উম্মতে মুসলেমার সহস্র ও লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির মধ্যে জগত অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত এবং প্রীতিভরে লক্ষ্য করিয়াছে। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর সত্তা মানব বিবর্তনের চরম ও পরম বিকাশ। তিনি খোদাতায়ালার এরূপ এতায়াত প্রদর্শন করিয়াছেন, এলাহী মহব্বতে এমন আত্ম-বিলীন হইয়াছেন, খোদাতায়ালার প্রীতি এরূপে অর্জন করিয়াছেন, খোদাতায়ালার পথে নিজের উপর মৃত্যু আনায়ন করিয়া এরূপ নবজীবন লাভ করিয়াছেন এবং এরূপ সমুচ্চ মোকাম ও অনন্য মর্যাদার অধিকারী হইয়াছেন যে, কোন মানব সেই মোকামে উপনীত হইতে পারে নাই। তেমনি জগতের সামনে উৎকৃষ্টতম আদর্শ ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, যাহা হইতে উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত মানুষের সামনে আর পেশ করা যায় না। যাঁহারা তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছেন তাঁহারাও নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী খোদাতায়ালার আহকামের উপর পুরাপুরি আমল করিয়াছেন এবং সেগুলি উপেক্ষা করার বা এড়াইয়া যাওয়ার কোনই পথ তালাশ করেন নাই। এরূপ মনে হয় যেন তাঁহাদের মধ্যে এতায়াত পরিপন্থী তথা নাফরমানীর কোন শক্তিই অবশিষ্ট ছিল না। সেইজন্য তাহাদের অন্তরে খোদাতায়ালার মহব্বতের সমুদ্র উদ্বেল হইয়া পড়িয়াছিল। উহার পরে তো আর কোন প্রশ্নই উঠে না যে, মানুষ শয়তানের ন্যায় অস্বীকার ও অহংকারের পথ অবলম্বন করিতে পারে এবং ইহা মা'রেফতে-এলাহীরই ফলশ্রুতি, যাহা হইতে আল্লাহ-তায়ালার মহব্বত এবং তাঁহার 'খা শয়ত' বা ভীতি উৎসারিত হয়। ইহা আল্লাহতায়ালার অতি মহান কৃপা। মানুষ আল্লাহতায়ালার মহব্বত ও খাশিয়তের ফলেই তাহার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লাভ করিতে সক্ষম হয়।

সুতরাং সার-কথা এই দাঁড়াইল যে, মানুষের সকল প্রকার বুনিয়াদ হইল তরবিয়তের সেই চূড়ান্ত বিকাশ, যাহাকে আমরা একটি মাত্র শব্দ—'এতায়াত' (আনুগত্য বা আজ্ঞানুবর্তিতা)-এর দ্বারা অভিহিত করি। আমাদের দোওয়া করা উচিত যে, আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলকেই এই তওফিক দান করুন যেন আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মহব্বত ও আনন্দের সহিত তাঁহার আহকাম মান্যকারী হই। দুনিয়াতে শক্তি প্রয়োগের দ্বারাও কথা মানানো হইয়া থাকে কিন্তু খোদাতায়ালার মহামহিমান ও পবিত্রতম বান্দা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম শক্তি প্রয়োগে নয় বরং প্রীতি ও ভালবাসার দ্বারাই তাঁহার কথা মান্য করাইয়াছেন এবং মানুষের অন্তরে প্রেম সৃষ্টি করিয়াই আদেশ পালন করাইতেন। তিনি প্রেমের দ্বারা মানুষের নিকট ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে, যে-সকল কথা তোমাদিগকে পালন করার জন্য বলা হয় সেগুলিতে তোমাদেরই ফায়দা রহিয়াছে এবং যে সব কথা বর্জন করার জন্য আদেশ করা হয় সেগুলি বর্জনে তোমাদেরই উপকার, উন্নতি ও স্বাচ্ছন্দের চাবি-কাঠি ও নিশ্চয়তা রহিয়াছে।

সুতরাং এক-কথায় ইসলামের সংক্ষিপ্ত-সার হইল এতায়াত, এবং ইহাকে বিশ্লেষণ ও সম্প্রসারণ করিলে এই কথাই দাঁড়ায় যে মানুষ যেন তাহার গর্দান সন্তুষ্টচিত্তে ও আগ্রহ ভরে খোদা-তায়ালার সকল আদেশের ছুরিকার অধীনে ঠিক সেইভাবে পাতিয়া দেয়, যেভাবে কুরবানীর ঈদের বকরা উহার ঘাড় কসাইর ছুরির নীচে রাখিয়া দেয়। তেমনিভাবে মানুষের উচিত, সে যেন তাহার মাথা খোদাতায়ালার সামনে ঝুকাইয়া দেয়। কিন্তু বকরা স্বেচ্ছায় তাহা করে না। বকরার মোকাবলায় মানুষের অবস্থা ভিন্নতর। মানুষ সমঝদার, বুদ্ধিমান এবং স্বাধীকার-সম্পন্ন হইয়া থাকে। সে নিজের ইচ্ছা ও এরাদায়, নিজের কল্যাণ ও ফায়দার জন্য, খোদাতায়ালার মা'রেফত লাভের পর, খোদাতায়ালার মহব্বত ও তাঁহার ভীতির সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া খোদাতায়ালার সমীপে মাথা নত করিয়া দেয় এবং বলে, "হে প্রভু! তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাতেই আমরা সম্মত ও সন্তুষ্ট আছি।" তখন খোদাতায়ালা প্রীতি সহকারে তাঁহার এইরূপ বান্দাকে ধরিয়া তোলেন এবং তাহাকে এতই নে'মত ও বরকতে ভূষিত করেন যে দুনিয়াদার ব্যক্তি তাহা কল্পনাও করিতে পারে না।

আমার দোওয়া এই যে, আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে সেই সবক শিখার তওফিক দিন, যাহা ঈদের সহিত সম্পর্কিত এবং তাঁহার নেক মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এখন আমি হাত তুলিয়া দোয়া করিব। আল্লাহতায়ালা সমগ্র জামাতের বন্ধুদিগের ঈদ মোবারক করুন!

(আল-ফজল, ২৬শে মার্চ ১৯৬৯ইং)

অনুবাদ :—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

পবিত্র ঈদুল-আযহা উপলক্ষ্যে

পাক্ষিক 'আহমদী'-এর পক্ষ হইতে সকল পাঠক-পাঠিকা

ও

প্রিয় দেশবাসীর খেদমতে

আন্তরিক ঈদ-মোবারক

জুমার খোৎবা

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[২২ই ইখা ১৩৫৮ হিঃশাঃ মোতাবেক ১২ই অক্টোবর ১৯৭৯ইং মসজিদে আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

যাহারা সবর করে এবং অধ্যবসায় ও স্থিরচিত্ততার পরিচয় দান করে তাহাদের সহিত আল্লাহতায়ালার ওয়াদা রহিয়াছে যে, তিনি তাঁহার যাবতীয় ওয়াদা অনুযায়ী তাহাদিগকে ভালবাসিবেন।

খোদাতায়ালা সম্বন্ধে এই কুধারনা পোষণ করা যায় না যে, তিনি তাঁহার ওয়াদা পুরণ করিবেন না ; বস্তুতঃ তাঁহার ওয়াদা অবশ্যম্ভাবী।

সাবধান থাকুন, আল্লাহতায়লার ওয়াদা সমূহ আস্থাহীন ব্যক্তিরা যেন আপনাদিগকে ধোকা দিয়া আপনাদের সবরের মোকাম হইতে বিচ্যুত করিতে না পারে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অষ্টম এবং শেষ কথা যাহা আমি এখন বলিতে চাই তাহা আলোচ্য আয়াতে এই বর্ণিত হইয়াছে যে, ইস্তেগফারের সহিত যে ফজল ও রহমতের সম্পর্ক অর্থাৎ মানুষ বলে, 'হে আল্লাহ্! তোমার ফজল ও রহমতের দ্বারা আমাকে রক্ষা কর যেন আমার পাপ সংঘটিত না হয়। আর যদি সংঘটিত হইয়া যায় তাহা হইলে উহার কুফল হইতে রক্ষা কর—এইরূপ ফজল ও রহমত মানুষ নিজ শক্তি বলে বা তদ্বীরের দ্বারা আল্লাহ্তায়ালার নিকট হইতে লাভ করিতে পারে না। সেইজন্য বলা হইয়াছে :

وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار

অর্থাৎ, 'সকাল-সন্ধ্যা উঠিতে বসিতে খোদাতায়ালার 'হামদ' (প্রশংসা) সহ 'তসবিহ' (পবিত্রতা ঘোষণা) কর।' অন্য একখানে বলিয়াছেন :

يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم (ال عمران : ١٩١)

(অর্থাৎ,—'যাহারা আল্লাহ্কে উঠিতে বসিতে ও শয়নে স্মরণ করিতে থাকে'—অনুবাদক)। সুতরাং খোদাতায়ালার হামদ ও তসবীহ্তে মশগুল থাক। ইহার ফলে ফজল (ঐশী কৃপা) লাভ হইবে। আর ঐশী কৃপার ফলেই রক্ষা পাইবে যাহাতে তোমাদের পাপ সংঘটিত না হয়। আর যদি পাপ সংঘটিত হয় তাহা হইলে উহার কুফল হইতে রক্ষা পাইবে। বস্তুতঃ হামদ ও তসবীহ্ দ্বারা পক্ষান্তরে ইস্তেগফারের দোওয়া কবুল হইয়া আল্লাহ্তায়ালার ফজল নাজেল হইবে। যদি তোমরা খোদাকে স্মরণ রাখিবে, খোদাতায়ালাও তোমাদিগকে স্মরণ রাখিবেন। اذكروا الله يذكركم

এস্থলে ইহাও স্মরণ রাখার বিষয় যে, এক তো হইল ফরজ বা অবশ্যকরণীয় কর্তব্য সমূহ। আদেশ করা হইয়াছে যে, এই সকল নির্ধারিত এবাদত পালন কর। আর এক শ্রেণীর এবাদত আছে যেগুলি ফরজ নয় ; সেগুলিকে নফল বলা হয়। পিতা যেমন পুত্রকে অথবা

আল্লাহ্‌ তাঁহার বান্দাকে সজোরে নাড়া দিয়া বলেন যে পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে যাইয়া নামাজ আদায় কর। ইহা হইল ফরজ। আরও বলেন যে, যদি না কর, তাহা হইলে আমি অসন্তুষ্ট হইব। অতএব অসন্তুষ্টি হইতে বাঁচার জন্য ফরজ সমূহ নির্ধারিত। ফরজ সমূহের সহিত সম্পৃক্ত রহমতসমূহ লাভ করার উদ্দেশ্যে ফরজ এবাদত সমূহ নির্দিষ্ট, কিন্তু সমুচ্চমার্গ সমূহ লাভ করার উদ্দেশ্যে [মসজিদে খোৎবা চলাকালে এক ব্যক্তিকে অন্যান্য মুসল্লিদের কাঁধের উপর দিয়া ডিঙ্গাইয়া আসিতে দেখিয়া হুজুর বলিলেন : দেখ, পিছন হইতে লাফাইয়া লাফাইয়া সামনে আসিও না। মসজিদের আদব-কায়দাও রহিয়াছে, সেগুলির উপরও সবর ও ইস্তেকামতের সহিত কায়েম থাকা উচিত এবং সেই আদব-কায়দাগুলিও শিক্ষা দিয়াছেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)। উহা আমাদের আলেমদের, বড়দের এবং তরবিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কর্তব্য যে, তাহারা যেন মানবজীবনের প্রতিটি বিভাগ ও ক্ষেত্র সম্পর্কিয় ইসলাম নির্দেশিত আদব-কায়দা শিক্ষা দিতে থাকেন।] যাহা হউক, আমি ইহা বলিতেছি যে, একটি ইবাদত হইল ফরজ সম্পর্কিত। যদি কেহ তাহা পালন না করে তাহা হইলে সে গোনাহ্‌গার হয়। এবং যদি পালন করে, তাহা হইলে সেই পুরস্কারের অধিকারী হয় যে পুরস্কার সেই ফরজের সহিত সম্পর্কযুক্ত। আর এক ইবাদত হইল নফল সম্পর্কিত। যদি কেহ সেই ইবাদত পালন না করে তাহা হইলে সে গোনাহগার হয় না বটে কিন্তু সমুচ্চ মার্গসমূহে উন্নীত হইতে পারে না ; খোদাতায়ালার সেই পরম প্রীতি অর্জন করিতে পারে না যে পরম প্রীতি লাভের জন্যই মানবকে সৃষ্টি করা হইয়াছে, এবং নিজ নিজ ক্ষমতার আওতার মধ্যে সেই উচ্চতার আরোহী হওয়ার উদ্দেশ্যে খোদাতায়ালা তাহাকে শক্তিনিচয় দান করিয়াছেন। ইহার জন্য নফল ইবাদতসমূহ নির্ধারিত। অতএব, وسبح بحمد ربك بالعشي و الابكار

("এবং তুমি সকাল-সন্ধ্যা তোমার রবের হামদ সহ তসবিহ্‌ কর") এর মধ্যে ফরজ ইবাদত সমূহও শামিল, কেননা আমরা হামদ এবং তসবীহ্‌ আমাদের ফরজ নামাজগুলিতেও করিয়া থাকি কিন্তু শুধু এপর্যন্তই নয় বরং এখানে আদেশের প্রয়োগ সাধারণ ও অনির্দিষ্ট রাখা হইয়াছে। বস্তুতঃ ফরজ ইবাদত সমূহ পালনে কিছুটা কষ্টও স্বীকার করিতে হয়, নফসের উপর কিছুটা ভার অনুভব হয়, যেমন কোন ব্যক্তি দীর্ঘ রাত পর্যন্ত কাজ করিয়াছে, ফজরের নামাজের জন্য উঠা তাহার পক্ষে দুষ্কর হইয়া পড়ে কিন্তু সে মনে করে যে খোদাতায়ালা যেহেতু তাহার জন্য ফরজ নির্ধারণ করিয়াছেন সেহেতু তাহাকে উঠিয়া নামাজে যাইতে হইবে। এখানে بالعشي و الابكار — ("সকাল-সন্ধ্যায়") বলা হইয়াছে, তেমনিভাবে অন্যত্র বলা হইয়াছে, -"দাঁড়াইয়া বসিয়া এবং শোয়া অবস্থায়ও আল্লাহ্‌তায়ালাকে স্মরণ [অর্থাৎ যিক্‌র) করিতে থাক"—ইহা তো আল্লার ভালবাসার তাগিদে, স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া করার বিষয় এবং তোমাদের উপর কোন বোঝা স্বরূপ চাপান ব্যাপার নয়। আল্লাহ্‌ ইহা বলেন নাই যে, যেহেতু শুইয়া আছ, সেজন্য উঠিয়া বসিয়া হামদ ও তসবীহ কর, বরং শোয়া অবস্থাতেই কর, সর্বাবস্থাতে আমাকে স্মরণ রাখ, তাহা হইলে প্রতিটি ব্যক্তি তাহার ক্ষমতার গণ্ডীর মধ্যে 'মোকামে মাহ্‌মুদ' (প্রশংসনীয় মার্গ) অর্থাৎ সর্বোচ্চ উন্নতির মার্গ যাহা তাহার পক্ষে লাভ করা সম্ভব সেখানে সে উপনীত হইতে পারিবে। যদি সে কেবল ফরজ আদায় পর্যন্ত সীমিত থাকে, তাহা

হইলে দোযখ হইতে বাঁচিয়া যাইবে। হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট বহিরাগত একজন কৃষক উপস্থিত হইলেন এবং বিভিন্ন ফরজ বিষয়ের কথা উল্লেখ করিয়া প্রশ্ন করিলে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) তাহাকে বলিলেন, 'হাঁ' এসব বিষয়' ফরজ; সেই ব্যাক্তি বলিল, 'আমি যাবতীয় ফরজ তো আদায় করিব কিন্তু নফল কোনটাই আদায় করিব না।' ইহা বলিয়া সে ব্যক্তি যখন চলিয়া গেলেন, তখন তিনি বলিলেন, যদি সে তাহার কথায় কায়েম থাকে। অর্থাৎ সকল ফরজ আদায় করে তাহা হইলে دخل الجنة—সে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করিবে, যাহা তাহার পুরস্কার হিসাবে প্রাপ্য, কিন্তু সে জান্নাতের সমুচ্চ মোকামের হকদার হইতে পারিবে না। তবে সে দোজখে যাইবে না।' ঐ স্থলে دخل الجنة—কথাটিতে একথাই ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, যাহা সে বলিয়াছে ততটুকুই পালন করিলে দোজখে সে যাইবে না। কেননা যে সকল ফরজ আল্লাহ্‌তায়ালা নির্ধারণ করিয়াছিলেন তাহা সে পূর্ণ করিয়াছে। কিন্তু যাহারা ইহজগতে এবং পরকালে খোদাতায়ালার পরম প্রীতি লাভ করিতে চান তাহাদের উচিত কোন রকম বোঝা ব্যাতিরেকে অনায়াসে যিক্‌রে ইলাহীর অভ্যাস করা। ইহা তো শুধু অভ্যাস করার ব্যাপার। ইসলাম যে আমাদিগকে যিক্‌র শিক্ষা দিয়াছে উহা অভ্যাসের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে।

একবার আমি, পূর্বেও বলিয়াছি, কলেজে প্রিন্সিপ্যাল থাকা কালে যখন পরীক্ষার কাগজ পাঠান হইত, তখন আমাকে কয়েক শত দস্তখত করিতে হইত। প্রায় পনের মিনিট সময় লাগিয়া যাইত। একজন ক্লার্ক দ্রুত কাজ সমাপনের জন্য পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দিত। আমার খেয়াল আসিল। আমি তাহাকে বলিলাম "দেখ, আমি সঙ্গে সঙ্গে হাম্‌দ ও তসবীহও করি যাহা সহজেই একশত বা দেড় শত বারে দাঁড়ায়। আর আমি দস্তখতও করিতে থাকি। দস্তখত করার সময় 'সুবহানাল্লাহ্' বলায় দস্তখতে কোন বাধার সৃষ্টি করে না। উহা তো মাস্‌ল (Mucle)-এর অভ্যাসগত ব্যাপার—উহা উহার কাজ করে। অত্যন্ত দ্রুত দস্তখত আমি করিয়া যাই। তুমিও যিকর কর। তুমি তোমার সময় কেন নষ্ট করিতেছ? পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দিতেছ, তার সঙ্গে সঙ্গে হাম্‌দ ও তসবীহ পড়।" এখন আমার সংখ্যা স্মরণ নাই।

কিন্তু যখন দস্তখত করা শেষ হইল, তখন সেই ক্লার্ক আমাকে বলিতে লাগিল যে, আপনি তো এক অত্যাশ্চর্য ব্যবস্থার সন্ধান দিয়াছেন, আমি এতবার سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ('সুবহানাল্লাহে ওয়া বেহাম্‌দিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম') পাঠকরিয়াছি।" এবং তখন সে আনন্দে উৎফুল্ল এবং এক্সাইটেড (excited) ছিল। এরূপ করিতে একটি পয়সাও খরচ হয় না। আপনার জীবনের এক মিনিট অতিরিক্তও ব্যয় হয় না! দুনিয়ার কোন এরূপ কাজ নাই যে কাজে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় আপনি যদি আল্লাহতায়ালাকে স্মরণ রাখেন তাহাতে আপনার সেই কাজে ত্রুটির সৃষ্টি হইতে পারে। ঐরূপ কোন কাজ আদৌ নাই। শুধু অভ্যাসের ব্যাপার। অভ্যাস করুন এবং আল্লাহতায়ালার অধিকতর প্রীতি লাভ করুন। আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলকে ইহা করিবার তওফিক ও সামর্থ্য দিন। (আমিন!)

(আল-ফজল, ২৪শে আগষ্ট ১৯৮০ইং)

অনুবাদ: মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, (সদর মুরুব্বী)।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মীর্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৫৫)

(৯) প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা

এই নিদর্শন ছিল একটি পৃথিবীব্যাপী নিদর্শন যার মাধ্যমে একথাই প্রকাশিত হয়েছে যে প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) সারা পৃথিবীর জন্যই প্রেরিত হয়েছেন।

হযরত মীর্যা সাহেব অনেকগুলো ইলহামের মাধ্যমে পৃথিবী ব্যাপী এক মহাবিপদের কথা জানতে পেরেছিলেন—যে মহাবিপদের মধ্যে বিভিন্ন দেশ এবং জাতি সমূহ জড়িত থাকবে বলে উল্লেখ ছিল। বাহ্যিকভাবে এই সকল ভবিষ্যদ্বানীতে একটি মহা-ভূকম্পনের কথা বলা হয়েছে ; কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ঐ ভবিষ্যদ্বানীগুলোর মধ্যে পৃথিবীব্যাপী সংঘটিতব্য একটি ভূমিকম্প সদৃশ মহা-বিপদের লক্ষণাবলীই বর্ণিত হয়েছে। উর্দু এবং আরবী ভাষায় প্রাপ্ত ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণী গুলোতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উল্লেখ ছিল :

"একটি তাজা নিদর্শন। একটি তাজা নিদর্শনের ধাক্কা।

"কেয়ামতের আলামত যুক্ত 'যাল্‌যালা।'

নিজেদের জীবন বাঁচাও!"

"আমি তোমার জন্য নাযেল হইয়াছি, আমরা তোমার জন্য অনেক অনেক নিশান দেখাইব, এবং দুনিয়া যাহা কিছু বানাইতেছে আমরা সেগুলি বিধ্বস্ত করিব! তুমি বলিয়া দাও যে আমার নিকট আল্লাহ্‌র তরফ হইতে একটি সাক্ষী আছে, তাহা হইলে তোমরা কি ঈমান আনিবে? আমি বনী-ইসরায়েলের মুসিবত দূর করিয়াছি, ফেরাউন এবং হামান উভয়ের সেনা বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে। সমুজ্জল বিজয়—আমাদের বিজয়! আমি সেনাবাহিনী সহ তোমার নিকট আসিব এবং 'হঠাৎ' আগমন করিব (এই ইলহাম বারবার হইল)। একটি পাহাড় বিধ্বস্ত হইল এবং একটি ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত! আরববাসীদের জন্য এমন রাস্তার সৃষ্টি হইবে যাহাতে চলা তাহাদের জন্য মঙ্গলজনক হইবে এবং আরববাসীগণ নিজেদের গৃহ হইতে বাহির হইয়া নিজ পায়ের উপর দাঁড়াইবে। গৃহগুলি এইভাবে উড়াইয়া দেওয়া হইবে যেভাবে ঐ সকল গৃহ হইতে আমার কথা বিস্মৃত হইয়াছে।"

"সেই নির্ধারিত ভূ-কম্পন—তুমি নিশ্চয়ই দেখিবে সেইদিন একজনই সকল রাজত্বের অধিকারী হইবে এবং তিনি সেই খোদা।"

হযরত মীর্যা সাহেব কর্তৃক উর্দু ভাষায় লিখিত কবিতায় 'ভূ-কম্পন' (যাল্‌যালা) শব্দটি অনেক স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি কবিতায় উল্লিখিত ভূ-কম্পন সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

"মানুষ। গ্রামাঞ্চল এবং মাঠ সমূহ ধ্বংস হবে এবং বিশেষ করে ভ্রমণকারীদের জন্য এর পরিণাম হবে খুবই কষ্টকর ; কোন উলঙ্গ মানুষ পোষাক পরিধান করার সময়টুকুও পাবে না ; যাত্রীসহ নৌকাগুলো আসল গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হতে পারবে না এবং বিপদাবলী হতে বাঁচবার জন্য অজানা পথে চলতে বাধ্য হবে ; পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গভীর খাদের সৃষ্টি হবে ; জলস্রোত সমূহ রক্তে রঞ্জিত হবে ; সমগ্র পৃথিবী এই রক্তস্নানে অবগাহন করবে ; ছোট বড় সকল মানুষ এবং সকল রাষ্ট্র এই মহাবিপদ-সংকুল অবস্থার জন্য দুর্ভোগের শিকার হবে ; বিশেষ করে রাশিয়ার সম্রাট জারের অবস্থা খুবই মর্মান্তিক হবে ; অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে আকাশের পাখীদের অবস্থাও এরূপ হবে যে তারা জ্ঞানহারা হয়ে যাবে এবং তাদের মধুর গান ভুলে যাবে।"

এছাড়াও হযরত মীর্যা সাহেবের উপর ইলহাম হয়েছে : "নৌকাগুলি যাত্রা করিবে একে অন্যের সংঙ্গ যুদ্ধ করার জন্য। নঙ্গর উঠাইয়া দাও।"

এই সকল ঘটনা সম্বন্ধে তিনি লিখলেন যে ১৬ বছরের মধ্যে এগুলো সংঘটিত হবে। ইতিপূর্বে প্রথমে জানানো হয়েছিল যে, হযরত মীর্যা সাহেবের জীবদ্দশায় এই সকল ঘটনা সংঘটিত হবে। কিন্তু পরে ইলহামী ভাবে এরূপ দোওয়া শেখানো হয়, "হে খোদা, আমাকে এই ভূ-কম্পন দেখাইও না।" ফলতঃ তাঁর জীবদ্দশায় এই ঘটনা সংঘটিত হয় নি। বাস্তবে দেখা গেল যে, নির্ধারিত ১৬ বছর সময় সীমার মধ্যেই এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) সংঘটিত হয়েছে। পৃথিবী-ব্যাপী এক মহা-ভূমিকম্প সদৃশ এই মহাযুদ্ধের ভয়াবহ ক্ষয়-ক্ষতি ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত সকল ঘটনাবলীর সত্যতা এবং সেই সঙ্গে হযরত মীর্যা সাহেবের দাবীর সত্যতা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করেছে। কিন্তু এতদসত্বেও তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা সম্বন্ধে সমালোচনা করা হয়েছে।

যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভবিষ্যদ্বাণী সমূহে ভূ-কম্পনের কথা বলা হয়েছে—যুদ্ধের কথা বলা হয় নি। সুতরাং ঐ ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ভূমিকম্পের দ্বারাই পূর্ণ হতে পারে। কিন্তু আসল কথা এই যে, ভবিষ্যৎবাণীতে সাধারণতঃ অলঙ্কারিক ভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে—এই কথাটি অনেকেই ভুলে যান। কারণ অলঙ্কারিক ভাষার মাধ্যমে অল্প কথায় অনেক বেশী গূঢ়ার্থ প্রকাশ করা সম্ভব। সমালোচকরা ভুলে যান যে, পবিত্র কুরআনেও অলঙ্কারিক ভাষায় ভূমিকম্পের ব্যবহার করা হয়েছে, যার প্রকৃত অর্থ হলো যুদ্ধ অথবা যুদ্ধের ন্যায় ক্ষয়-ক্ষতি সম্বলিত ঘটনা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, পবিত্র কুরআনে মদীনার উপর আরবের সম্মিলিত বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত মুসলমানদের করুন অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : "যখন তারা তোমাদের উপর আপতিত হলো—তোমাদের উপর থেকে, তোমাদের নীচ থেকে, এবং যখন তোমাদের চোখ বিভ্রান্ত হলো, তোমাদের হৃদয় গলা পর্যন্ত চলে এসেছিল, এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিরূপ চিন্তা-ভাবনা করছিলে—সেইস্থানে এবং সেই সময় বিশ্বাসীগণকে অত্যন্ত কঠোর ভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং তাদের আলোড়িত করা হয়েছে ভয়াবহ ভূকম্পনের ('যিলযালা') দ্বারা"। (সূরা আহযাব : ১১-১২)

আরবী 'যিলযালা' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলায় 'ভূ-কম্পন' বা 'ভূমিকম্প', শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও সাধারণভাবে অর্থ করলে এই শব্দের অর্থ হবে 'ভূমিকম্প ; কিন্তু উল্লিখিত আয়াতে 'যিলযালা' দ্বারা যুদ্ধের কথাই বলা হয়েছে—কারণ বিষয়টি যুদ্ধেরই বর্ণনামূলক অর্থে প্রযোজ্য না হয়ে সাধারণ ভূমিকম্পের অর্থে ব্যবহার করলে অপ্রাসঙ্গিক এবং অর্থহীন হয়ে যাবে।

আর একটি বিষয়ও এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যেতে পারে। হযরত মীর্যা সাহেব তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে একটি পাদটীকা যোগ করে দিয়েছেন। পূর্বোল্লেখিত উর্দু ভাষায় প্রাপ্ত ইলহাম সম্বন্ধে পদটীকায় তিনি উল্লেখ করেন : "ইহা সম্ভবপর যে, আলোচ্য বর্ণনার দ্বারা আক্ষরিক অর্থে ভূমিকম্পই সংঘটিত হবে এমন কথা নয়, বরং অন্য কোন প্রকার মহাবিপদকেও এই শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যার মধ্যে জীবন এবং ধন-সম্পত্তির সমূহ ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হবে।" (বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১২০)।

তাছাড়া আরো অন্যান্য বিষয়গুলো ভবিষ্যদ্বাণীসমূহে উল্লেখ করা হয়েছিল, সেগুলোর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, আক্ষরিক অর্থে ভূমিকম্পের ব্যবহার হলে সেই সকল বিষয়াদি পূর্ণতা লাভ করতো না। ইলহামে ভূমিকম্পের কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে সারা পৃথিবীব্যাপী সেই ভূমিকম্প সংঘটিত হবে। এর দ্বারা একথাই সুস্পষ্ট ছিল যে, ঘটনাটি সাধারন ভূমিকম্প নয়—কারণ ভূমিকম্প স্থানীয় ভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে, পৃথিবী ব্যাপী একই সময়ে একত্রে সংঘটিত হয় না। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত ভূমিকম্প পৃথিবীব্যাপী পরিব্যাপ্ত হওয়ার কথা ছিল। অনুরূপভাবে বলা হয়েছিল যে, সেই ঘটনার ফলে সফরকারীদের অবস্থা বিশেষভাবে কষ্টকর হবে—যার সঙ্গে ভূমিকম্পের চেয়ে যুদ্ধের সম্পর্কই বেশী। (ক্রমশঃ)

["দাওয়াতুল আমীর" গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ Invitation"—এর ধারাবাহিক অনুবাদ] —মোহাম্মদ খলিলুর রহমান।

শুভ বিবাহ

গত ১০ই অক্টোবর, ১৯৮০ইং রোজ শুক্রবার গাইবান্ধা (হাল সাং মিরপুর, ঢাকা) নিবাসী আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুস সালাম সাহেবের তৃতীয় পুত্র মোহাম্মদ আব্দুল গাফফারের শুভ বিবাহ চট্টগ্রাম নিবাসী ডঃ শফিকুল আলম আক্তার সাহেবের চতুর্থ কন্যা মোসাম্মৎ নার্গিস আরা বেগমের সাথে পঞ্চাশ হাজার এক টাকা দেন মোহরে চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে আহমদীয়া মসজিদে সুসম্পন্ন হয়েছে। এই বিবাহ বা-বরকত ও দাম্পত্য জীবন সুখের হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট খাস দো'য়ার আবেদন জানান যাচ্ছে।

বাইবেল-প্রতিশ্রুত নূতন নিয়ম—
পবিত্র কুরআন

ذ الك الكتاب

"সেই পূর্ণ কেতাব" [সূরা বাকারাহ—১৮রুকু]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৫)

"হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সকল সত্যের পথ প্রদর্শক, সত্যের আত্মা এবং অমর জীবনের অধিকারী ও চিরস্থায়ী জীবনদাতা

"যীশু পথ, সত্য ও জীবন" এই বাক্যের চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া বহুল প্রচারের মাধ্যমে খৃষ্টান ভাইগণ জগত বাসীকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদের দৃষ্টি যীশুর দিকে আকর্ষণ করিতে চাহেন কিন্তু এই বাক্যের মধ্যে বিষেষত্ব নাই। এই বাক্য সকল নবীর জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। বরং যীশু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধে যে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন উহা বড়ই গুরুত্বপূর্ণ এবং খ্রীষ্টান ভ্রাতৃগণের জন্য সবকবহ। যীশু বলিয়াছেন, "তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের জন্য ভাল, কারণ আমি না গেলে সেই সহায় তোমাদের নিকট আসিবেন না। (যোহন ১৬ : ৬)। তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর তবে আমার সকল আজ্ঞা পালন করিবে। আর আমি পিতার নিকট আবেদন করিব এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন। তিনি সত্যের আত্মা।" (যোহন ১৪:১৫, ১৬) "তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সে সকল কথা সহ্য করিতে পার না। পরন্তু তিনি সত্যের আত্মা (আল-আমিন) যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন (যোহন ১৬:১২, ১৩)

যীশু তাঁহার বারোজন শিষ্যকে প্রচারের যে আদেশ দিয়াছিলেন তাহা হইল, তোমরা পরজাতিগণের পথে যাইওনা, এবং শমরীয়দের কোন নগরে প্রবেশ করিও না, বরং ইসরাইল কুলের হারান মেষগণের কাছে যাও। আর তোমরা যাইতে যাইতে এই কথা প্রচার কর, "স্বর্গরাজ্য সন্নিকট হইল" (মথি ১০: ৫, ৬, ৭। যীশু আরও বলিয়াছেন "আমি তোমাদের সহিত আর অধিক কথা বলিব না, কারণ জগতের অধিপতি আসিতেছেন, আর আমাতে তাহার কিছুই নাই" (যোহন ১৪:৩০)

বাইবেলের উপরোক্ত শ্লোকগুলিতে বিশেষ করিয়া উহাদের মধ্যে রেখাঙ্কিত অংশ হইতে আমরা দেখি :

(ক) যীশু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে আল-আমীন সত্যের আত্মা, তাহার পরবর্তী সহায়, সকল সত্যের পথ-প্রদর্শক ও অমর জীবনের অধিকারী ও চিরস্থায়ী জীবন দাতা বলিয়াছেন।

(খ) যীশু বলিয়াছেন, তিনি শীঘ্রই মৃত্যু বরণ করিয়া খোদার নিকট যাইবেন এবং তাঁহার পরে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আসিবেন।

(গ) যীশুকে যে ভালবাসে তাহার কর্তব্য হইবে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে গ্রহণ করা।

(ঘ) যীশু তাহার শিষ্যগণকে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের জন্য কেবল বনি-ইসরাইলের হারান মেষের মধ্যে প্রচারের অধিকার দিয়াছিলেন কিন্তু অবনি-ইসরাইলী কোন জাতির মধ্যে তাহাদিগকে কোন সময়েই প্রচার করার অধিকার দেন নাই। বরং সুস্পষ্টভাবে তিনি ইহা নিষেধ করিয়াছেন। যীশু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে জগতের অধিপতি বলিয়াছেন এবং তাঁহার দ্বারা কোরআনের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত রাজ্যকে 'স্বর্গরাজ্য' বলিয়াছেন।

ঙ) যীশু সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মধ্যে যে মহিমা আছে তাহার কিছুমাত্র যীশুর নিজের মধ্যে নাই।

এ যুগেও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মধ্যে যে মহিমা আছে তাহার কিছুমাত্র যীশুর নিজের মধ্যে নাই।

এ যুগেও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর অচিন্তনীয় উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে মোহাম্মদী মসীহ্ বলিয়াছেন, "সেই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি, অস্তিত্ব তাঁহারই, আমি কিছু নই, মিমাংসা ইহাই"।

যীশুর কথাগুলির মধ্যে সকল সত্য' আল-কোরআন করীমের দিকে নির্দেশ করিতেছে। কোরআন করীমকে 'আল হক' বলা হইয়াছে। 'আল হক' শব্দের অর্থ সমস্ত সত্য। (সুরা নিসা ১৭১ আয়াত) হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) পবিত্র কোরআনের জীবন্ত প্রতিকৃতি ছিলেন। সেই হিসাবে তিনি সত্যের আত্মা ছিলেন। আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধে বিশ্ববাসীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, যখন আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুল তোমাদিগকে ডাক দেন, তখন তাঁহার ডাকে সাড়া দাও, তিনি তোমাদিগকে জীবন দান করিবেন। (সুরা আনফাল ২৫ আয়াত) যীশু নিজেকে পথ বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে সমস্ত 'সত্যের পথ' প্রদর্শক বলিয়াছেন। যীশু নিজেকে সত্য' বলিয়াছেন, কিন্তু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে "সত্যের আত্মা" বলিয়াছেন। যীশু নিজেকে জীবন বলিয়াছেন কিন্তু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে তিনি অমর জীবনের অধিকারী এবং চিরস্থায়ী জীবন দাতা বলিয়াছেন। "আমিই পথ, আমি সত্য ও জীবন, আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকট আসিতে পারে না।" (যোহন ১৪:৬) তাঁহার এই বাক্য হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত কেবল বনি-ইস্রাইলের জন্য কার্যকরী ছিল। উক্ত সময় সীমার মধ্যে বনি-ইসরাইলের জন্য যীশু পথ, সত্য ও জীবন ছিলেন এবং ঐ সময় তাঁহার মাধ্যম ছাড়া কোন বনি-ইসরাইলের পক্ষে খোদার নৈকট্য লাভ করা সম্ভবপর ছিল না। যীশুর পরবর্তী আদেশ হইল জগতের অধিপতি স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, সত্যের

আত্মা, সমস্ত সত্যের পথ প্রদর্শক এবং চিরস্থায়ী জীবনদাতা বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে গ্রহণ করা। তিনি তাঁহাকে খ্রীষ্টানগণের জন্য পরবর্তী সহায় বলিয়াছেন। বনি-ইসরাইলের মধ্যে যীশুর পুরাতন নিয়মের প্রচারের সাময়িক আদেশ রহিত হইয়া এখন তাহার পরবর্তী আদেশ অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে গ্রহণ করার নির্দেশ বলবৎ রহিয়াছে। ইহা মানা যীশু-প্রেমিকের উপর বাধ্যকর। অতএব আশাকরি এখন যীশু-প্রেমিক খৃষ্টান ভাইগণ যীশুর আদেশ মানিয়া নিজেদের কর্তব্য নির্ধারণ করিবেন এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে গ্রহণ করিতে কাল বিলম্ব করিবে না।

"রহমাতুল্লিল আলামীন"

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) রহমাতুল্লিল আলামীন বিশ্বের জন্য সার্বিক কল্যাণ স্বরূপ। তিনি যেমন নিজে কাহাকেও অভিশাপ দেন নাই, তেমনি তাঁহার অনুগামী মুসলমানগণ তাঁহার উপর বা কোন নবীর উপর অভিশাপ পাঠ করেন না। বরং মুসলমানগণ ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণের বিপরীত হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এবং সকল নবীর উপর দরূদ পাঠকে (আশিস চাওয়া) আশিস লাভের উপায় বলিয়া বিশ্বাস ও আমল করেন। খ্রীষ্টানগণ যীশুকে জগতের উদ্ধার কর্তারূপে ও তথাকথিত নূতন নিয়মকে কায়েম রাখার জন্য হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এবং ইসলামের বিরুদ্ধে চরম বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিতেছে। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার ও ইসলামের প্রতি খ্রীষ্টানদের ভবিষ্যত ব্যবহার দিব্য দৃষ্টিতে দেখিয়াও বনি-ইসরাইলগণের ন্যায় তিনি তাহাদিগকে অভিশাপ দেন নাই। বরং ইহার জন্য তাহাদের ভবিষ্যতের অন্ধকার পরিণাম জানিতে পারিয়া (সূরা কাহাফ ৫,৯ আয়াত) তাহাদের পথ-প্রাপ্তি ও উদ্ধারের জন্য অক্লান্তভাবে এরূপ সকাতরে ধারাবাহিক ভাবে প্রার্থনা করেন যে, উহার উত্তরে আল্লাহ্‌-তায়ালা তাঁহাকে প্রেমপূর্ণ ভাষায় জানান, 'তাহারা (খৃষ্টানগণ) যদি তোমার বাণীর উপর ঈমাণ না আনে, তুমি কি তাহাদের জন্য দুঃখ করিয়া মৃত্যুবরণ করিবে?" (সূরা কাহাফ ১ম রুকু ৭ আয়াত) মহাশত্রু ও শত্রুতার প্রতি তাঁহার এই অতুলনীয় ক্ষমা ও দরূদের দৃষ্টান্ত জগতে আর দ্বিতীয় নাই। এই সীমাহীন ঔদার্য, সহানুভূতি ও দরদের অভিব্যক্তি কি খ্রীষ্টান ভাইদের মর্মস্পর্শ করিবে না? তাহারা কি এখনও তাহাদের উদ্ধার-কর্তাকে চিনিবে ও মানিবে না?

"প্রেমপূর্ণ আবেদন"

হে খ্রীষ্টান ভ্রাতাগণ, আপনারা অন্তর চক্ষু খুলিয়া দেখুন, বাইবেল সঠিকভাবে পড়ুন, হৃদয় দিয়া বুঝুন এবং শত সূর্যের কিরণ ছটায় উদ্ভাসিত হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সত্যতা অনুধাবন ও গ্রহণ করিয়া নূতন জীবন লাভ করুন। সকল খ্রীষ্টান ভ্রাতাদেরকে সাদর ও প্রেমপূর্ণ অন্তরে নির্মল ও অনন্ত কল্যাণবর্ষী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আশিস ধারার দিকে যীশুর ভাষায় আহ্বান জানাইতেছি যে আপনারা সত্যের আত্মা, সকল সত্যের পথ প্রদর্শক, অমর জীবনের অধিকারী ও চিরস্থায়ী জীবনদাতা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে গ্রহণ করুন এবং দোয়া করিতেছি, আল্লাহতায়ালা খ্রীষ্টান ভাইদের ধর্মের প্রেরণা, সেবা, শ্রম ও প্রচেষ্টাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আমীন! সকল প্রশংসা এবং গৌরব আল্লাহতায়ালার জন্য যিনি সমস্ত বিশ্বের রব।'

(সমাপ্ত)

—মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর বাঃ আঃ আঃ

১৩ই জুলাই, ১৯৮০ইং তারিখে 'দৈনিক বাংলা'র রবিবাসরীয় বিশেষ সংখ্যায় বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার পক্ষ হইতে প্রচার-পত্র হিসাবে প্রকাশিত প্রবন্ধ। —(সম্পাদক)

সংবাদ ঃ

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র পঞ্চম বার্ষিক ইজতেমা

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র ৫ম বার্ষিক ইজতেমা ১২, ১৩ ও ১৪ই তবুক ১৩৫৯ (হিঃ সাঃ) মোতাবেক ১২, ১৩ ও ১৪ই সেপ্টেম্বর আল্লাহতায়ালার ফজল ও করমে অত্যন্ত সুচারুরূপে এবং সাফল্যজনকভাবে ঢাকা দারুত তবলীগস্থ আহমদীয়া মসজিদে সুসম্পন্ন হয়েছে। এই ইজতেমার একটি সংক্ষিপ্ত সংবাদ পাক্ষিক আহমদীর পূর্ববর্তী এক সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। এই সংখ্যায় তার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হ'ল।

১২ই সেপ্টেম্বর রোজ শুক্রবার, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর জনাব মৌঃ মোহাম্মদ, সাহেব পি, জি, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকায় তাঁর নির্দেশক্রমে উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণ দান করেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সেক্রেটারী (ইসলাহ ও এরশাদ) জনাব আলী কাশেম খান চৌধুরী সাহেব। তিনি তাঁর ঈমান উদ্দীপক ও জ্ঞানগর্ভ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা এবং সম্মিলিত দো'য়ার দ্বারা ইজতেমার উদ্বোধন করেন।

মজলিসে আনসারুল্লাহ্'র উক্ত ইজতেমার গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐশী সাহায্য ও সমর্থন-সূচক একটি বিশিষ্ট্য এই পরিলক্ষিত হয় যে, উক্ত ইজতেমায় অংশ গ্রহণকারী আনসারুল্লাহ্‌র সংখ্যা আল্লাহতা'য়ালার অপার অনুগ্রহে সমস্ত বিগত বৎসরের ইজতেমা সমূহের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। এই বৎসর ৬৩টি মজলিসের মধ্যে ২৩টি মজলিস থেকে ১৫০জন আনসারুল্লাহ্ উক্ত মহান ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন। এই ইজতেমায় বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে কোরআন তেলাওয়াত, নজম, বক্তৃতা এবং ধর্মীয় জ্ঞানই বিশেষভাবে স্থান লাভ করে এবং অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী প্রতিদিন বা-জামাত তাহাজ্জুদ, পাঁচ ওয়াক্ত ফজর নামাজ কোরআনের দরস হাদীসের দরস, দরসে মালফুজাত এবং জামাতের বিশিষ্ট বুজুর্গানের তরবিয়তী বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। 'তবলীগে হক', 'শানে রসুলে আরাবী (সাঃ)', 'হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর জীবনী', 'একামতে ছালাত', 'হযরত মসীহ মওউদ (আঃ -এর সাহাবার আত্মোৎসর্গ ও খেদমতে দ্বীন ;. 'গীবত ও বাগাওয়াত', রসম রেওয়াজ ও বিবাহ শাদী, তরবীয়তে আওলাদ, দান খয়রাত ও তোহফা ; 'আনসারুল্লাহ্'র দায়িত্ব ও কর্তব্য, 'নেজামে অসিয়ত', শতবার্ষিকী জুবিলী', হুজরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর কারনামা', কোরআন তালিম, হজরত খলিফাতুল মসীহ আওয়াল (রাঃ)-এর জীবনী, বরকাতে খেলাকত বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ ভাষণদান ও আলোচনা করেন যথাক্রমে জনাব এ, টি, এম, হক সাহেব, জনাব আলী কাশেম খান চৌধুরী সাহেব, জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেব, জনাব মাশহুদুর রহমান সাহেব, জনাব আনোয়ার আলী সাহেব, মৌঃ আব্দুল আজিজ সাহেব, জনাব নূরুদ্দীন আহমদ, জনাব শহীদুর রহমান, জনাব আল-হাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী, শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, আবদুল কাদের ভূইয়া, জনাব

মতিউর রহমান, এবং মৌঃ এজাজ আহমদ সাহেব, মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ (সদর মুরুব্বী সাহেব) । ইজতেমায় সর্বমোট ৯টি অধিবেশন ছিল। অধিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন মজলিশের রিপোর্ট এবং মজলিসে শুরা বা সাধারণ আলোচনা সহ প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী (মাল) সাহেবানদের বিশেষ অধিবেশনও চলে।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং আকর্ষণীয় হয়। অতঃপর জনাব ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব মোহতারম (নায়েব সদর) মজলীসে আনসারুল্লাহ'র পক্ষ থেকে তাঁর সমাপ্তি ভাষণ দান করেন এবং আহাদ পাঠ ও সম্মিলিত দো'য়ার মাধ্যমে চতুর্দশ শতাব্দীর তিনদিন ব্যাপী ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা ওয়াল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার নবম বার্ষিক ইজতেমা

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজল ও করমে গত ২৬, ২৭ ও ২৮শে তবুক' ৫৯হিঃ সাঃ (সেপ্টেম্বর ৮০) ঢাকা দারুত তবলীগস্থ আহমদীয়া মসজিদে অত্যন্ত সুচারুরূপে এবং সাফল্যজনকভাবে বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৯ম বার্ষিক ইজতেমা সুসম্পন্ন, হয়েছে। আল-হামদুলিল্লাহ্। উক্ত ইজতেমার একটি সংক্ষিপ্ত সংবাদ ইতিপূর্ব সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। এই সংখ্যায় তার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হ'ল। ২৫শে তবুক (সেপ্টেম্বর) রোজ বৃহষ্পতিবার থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন মজলিস হতে কাফেলাসহ খোদ্দাম ও আতফাল ইজতেমায় আসতে শুরু করে। ২৭শে তবুক (সেপ্টেম্বর) রোজ শুক্রবার জুমা'র নামাজের পর পবিত্র তেলাওয়াতে কুরআন, নযম ও আহাদ পাঠের পর বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম আমীর সাহেব তাঁর ঈমান উদ্দীপক ও জ্ঞানগর্ভ সংক্ষিপ্ত ভাষণ এবং সম্মিলিত দোয়া'র দ্বারা ইজতেমার উদ্বোধন করেন।

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার এই ইজতেমা জ্ঞানমূলক, ধর্মীয় কর্মতৎপরতা, সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত কর্মসূচী এবং দো'য়া ও জিকরে এলাহীর পবিত্র পরিবেশের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। এই মহান ইজতেমায় মোট ৬৩টি মজলিসের মধ্যে ৩৬টি মজলিস থেকে তিন শতাধিক খোদ্দাম ও আতফাল যোগদান করেন।

এই ইজতেমার বিভিন্ন কর্মসূচী ও প্রতিযোগিতার মধ্যে কোরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর, খেলাধুলা ও ধর্মীয় জ্ঞানের প্রতিযোগিতাই বিশেষভাবে স্থানলাভ করে। এছাড়াও এ বছর প্রতিযোগিতার মান অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক বেশী উন্নত মানের ছিল। কর্মসূচী অনুযায়ী প্রতিদিন বা-জামাত তাহাজুদ, ফজর নামায, কোরআনের দরস, হাদীসের দরস, প্রশ্নোত্তর সভা এবং জামাতের বিশিষ্ট বুজর্গানের তরবিয়তী বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। 'খোদ্দামুল আহমদীয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য', 'দ্বীনি মালুমাত' ; নামাজের গুরুত্ব ; কোরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্ব, 'হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর গুরুত্ব এবং হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমন' ; এতায়াতের গুরুত্ব, 'পরকাল' 'উসওয়ায়ে হাসানা' ; 'ওয়াকফে জিন্দেগী', খ্রীষ্ট ধর্মের অসারতা, 'খতমে নবুয়াত', 'খেলাফতের বারাকাত ; স্বাস্থ্য ও জীবন, 'মজলিসে এরফান, 'জিক্রে হাবীব, ইসলামে জেহাদ, 'রসুম ও রেওয়াজ, তাহরিকাত, প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ ও মূল্যবান ভাষণ দান করেন যথাক্রমে জনাব শহিদুর রহমান সাহেব, মৌঃ ফারুক আহমদ সাহেদ সাহেব, (সদর মুরুব্বী), জনাব

সালাউদ্দিন খন্দকার সাহেব, জনাব মকবুল আহমদ খান সাহেব, (আমীর, ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়া) মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, (সদর মুরুব্বী), অধ্যাপক মোসলেহ্ উদ্দিন খাদেম সাহেব, মোহতারম মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব, (আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া) মৌঃ আলী কাসেম খান চৌধুরী সাহেব, মৌঃ আবদুল আজীজ সাদেক সাহেব, (সদর মুরুব্বী), জনাব মাজহারুল হক সাহেব, অধ্যাপক আমীর হোসেন সাহেব, জনাব এ, কে, রেজাউল করীম সাহেব, ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব (নায়েব আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া), জনাব শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব, জনাব ওবায়দুর রহমান ভূইয়া সাহেব, জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব প্রমুখ বুজর্গগণ।

ইজতেমায় সর্ব মোট ৮টি অধিবেশন হয়। অধিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন মজলিসের কায়েদ ও প্রতিনিধিদের সাংগঠনিক আলোচনাও চলতে থাকে। খোদ্দাম ও আতফালদের জন্য আকর্ষণীয় পরীক্ষা, স্মৃতি শক্তি, বিস্কুট দৌড় ও মনোযোগিতা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদেরকে ইজতেমার সমাপ্তি অধিবেশনে পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরে মজলিসের কার্যাবলী সুষ্ঠভাবে পরিচালনা, বাংলাদেশ মজলিসের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ, চাঁদা আদায় ইত্যাদি কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ঢাকা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, খুলনা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও তেজগাঁও মজলিসকে 'উত্তম মজলিস হিসাবে ঘোষণা করে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সমাপ্তি অধিবেশনটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং পবিত্র পরিবেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে পবিত্র তেলাওয়াতে কোরআন পাঠ করেন—কোরআন তেলাওয়াতে ১ম স্থান অধিকারী তিফল এবং নযম পাঠ করেন—নযমে ২য় স্থান অধিকারী তিফল। এরপর খোদ্দামের মধ্যে বক্তৃতায় ১ম স্থান অধিকারী জনাব খন্দকার বেনজীর আহমদ (তেজগাঁও) অত্যন্ত জোরদার যুক্তি দ্বারা প্রায়শ্চিত্তবাদের অসারতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। এবং আতফালের মধ্যে বক্তৃতায় ১ম স্থান অধিকারী চট্টগ্রাম মজলিসের সর্বকনিষ্ঠ তিফল মঞ্জুর আহমদ খান নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা দ্বারা উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। অতঃপর 'উত্তম মজলিস সমূহের' প্রতিনিধিরা তাদের বার্ষিক কার্যবিবরণী পেশ করার পর বিদায়ী ভাষণ দান করেন জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব নায়েব সদর মজলিস! সেক্রেটারী ইজতেমা কমিটি কর্তৃক পুরস্কার প্রাপ্তদের নাম ঘোষণার পর মোহতারম জনাব আমীর সাহেবের অসুস্থতার কারণে মোহ্তারম নায়েব আমীর সাহেব বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করেন এবং খোদ্দাম ও আতফালদের উদ্দেশ্যে সমাপ্তি ভাষণ দান করেন। ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ সাহেব, 'শুকরিয়া' আদায়ের পর আহাদ পাঠ করান জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব, নায়েব সদর মজলিস।

অতঃপর তিন দিন ব্যাপী চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ইজতেমা, ইজতেমায়ী দোও'য়ার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। দো'য়া পরিচালনা করেন মোহতারম জনাব নায়েব আমীর সাহেব। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরতায়ালার।

(আহ্‌মদী রিপোর্ট)

হুজুর আকদাস (আইঃ)-এর স্বাস্থ্য

কানাডা ও আমেরিকা সফরের পর হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) লণ্ডনে অবস্থানকালে ইংল্যাণ্ড জামাত আহমদীয়ার বার্ষিক জলসায় যোগদান করেন। বিস্তারিত খবর এখনও জানা যায় নাই। আল-ফজলের ২৭শে সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশ যে, হুজুর (আইঃ)-এর স্বাস্থ্য আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে ভাল।

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি খাসভাবে দোওয়া জারী রাখিবেন যেন আল্লাহতায়ালা হুজুরকে পূর্ণ স্বাস্থ্য এবং কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু দান করেন এবং সারা বিশ্বে ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে তাঁহাকে সবিশেষ স্বর্গীয় সাহায্যে সাফল্য মণ্ডিত করেন। আমীন।

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার নায়েব সদর সাহেবের চট্টগ্রাম মজলিশ পরিদর্শন

বাংলাদেশ মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার নায়েব সদর জনাব খলিলুর রহমান সাহেব গত ১৭ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম মজলিশ পরিদর্শন উপলক্ষ্যে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পৌঁছেন। তিনি ১৮ই সেপ্টেম্বর উক্ত মজলিশ পরিদর্শন করলে উক্ত মজলিশের মোতামাদ জনাব মোরশেদ আলম সাহেব নায়েব সদর সাহেবের মজলিশ পরিদর্শন উপলক্ষ্যে ২২শে সেপ্টেম্বর এক সাধারণ সভার আয়োজন করেন। উক্ত সভায় খোদ্দাম ও আতফাল ছাড়াও স্থানীয় জামাতের বহু বুজুর্গান উপস্থিত ছিলেন। খোদ্দাম ও আতফালের উদ্দেশ্যে নায়েব সদর সাহেব যে বক্তৃতা দান করেন তা খোদ্দাম ও আতফালদের সংগঠনের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত সভাশেষে চাঁদপুর চরদুখিয়া জামাতাধীনে একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ ভ্রাতা বয়েত গ্রহণ করেছেন। আল-হামদুলিল্লাহ্।

আলজিরিয়ায় প্রচণ্ড ভূমিকম্প : আখেরী জামানার নিদর্শন

আখেরী জামানার ইমাম হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বর্তমানে পর্য্যায়ক্রমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহা-প্রলয় ঘটিয়া আসিতেছে। ঠিক এমনিভাবে মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর একাংশ পূর্ণতা লাভ করিল গত ১০ই অক্টোবর। বিশ্বের সকল মানব জাতি রেডিও, টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জানিতে পারিয়াছে গত ১০ই অক্টোবর আলাজিরিয়ার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের নজীর বিহীন দুই দুইবার প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সংবাদ। যাহা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বহু দিন পূর্বেই (১৯০৬ ঈসাব্দে) মানব জাতিকে হুশিয়ারী করিয়া দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "কোন কল্পিত খোদা তোমাদের রক্ষা করিতে পারিবে না। আমি শহরগুলি ধ্বংস হইতে দেখিতেছি। এবং জনপদগুলি জনমানব শূণ্য পাইতেছি।" (হকিকাতুল ওহী) যাহা প্রমাণ করিয়া গেল এই প্রচণ্ড ভূমিকম্পে—যেখানে শহরের বড় বড় অট্টালিকার ধ্বংস-স্তুপের নীচে বিশ হাজারেরও অধিক লোক নিহিত, অর্ধ লক্ষ লোক আহত ও আড়াই লক্ষেরও অধিক লোক আশ্রয়হীন হইয়া পড়িয়াছে।

আবশ্যক

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার অফিসে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পদ পূরণের জন্য আন্ত-জামাতের সদস্যগণের নিকট হইতে স্বহস্তে লিখিত দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

পদের নাম	পদের সংখ্যা	যোগ্যতা	বেতন
১। একাউন্টেন্ট	১ (এক).	কমপক্ষে এইচ, এস, সি,	যোগ্যতা অনুযায়ী
২। এসিষ্ট্যান্ট	২ (দুই)	ঐ	ঐ
৩। একাউন্টস্ ক্লার্ক	২ (দুই)	ঐ	ঐ

শর্তাবলী :—

(ক) প্রার্থীগণকে অবশ্যই মোখলেছ, নিষ্ঠাবান ও বিনয়ী আহমদী হইতে হইবে এবং এই সম্পর্কে প্রার্থীর নিজ নিজ জামাতের আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবের সার্টিফিকেট প্রদান করিতে হইবে।

খ) ১নং পদের জন্য শক্ত সামর্থ অর্থাৎ সু-স্বাস্থের অধিকারী সরকারী/বে-সরকারী চাকুরীতে অবসর প্রাপ্ত ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। তবে, হিসাবপত্র লিখা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে অবশ্যই পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

গ) ২নং ও ৩নং পদের জন্য বাংলা ও ইংরাজী টাইপ জানা ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

নিজ নিজ বায়োডাটা সহ নিম্ন স্বাক্ষর-কারীর নিকট আগামী ৩১শে অক্টোবর, ১৯৮০ তারিখের মধ্যে দরখাস্ত পাঠাইতে হইবে।

ইন্টারভিউর জন্য কোন টি, এ,/ডি, এ, দেওয়া হইবে না।

এ, কে, রেজাউল করীম
সেক্রেটারী ফাইনান্স,
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া।

শোক সংবাদ

১লা অক্টোবর, রোজ বুধবার দিবাগত রাতে কুমিল্লার দুর্গারাম নিবাসী মরহুম আফজল হোসেন সাহেবের পুত্র—আমাদের প্রবীণ আহমদী ভ্রাতা জনাব মোঃ ফজলুল করিম (কনা মিয়া) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গিয়েছেন। মরহুমের আত্মার মাগফেরাতের জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দো'য়ার আবেদন জানান যাচ্ছে।

আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ -এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না ল'নাতাল্লাহে আ'লাল কাফের নাল মুফতারিনীন

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla, at Ahmadiyya Art Prss
for the proprietors, Bangladesh Anjumane-- Ahmadiyya
4. Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar

শোক সংবাদ

বিশিষ্ট আলেমে-দীন, সুলব্ধ গবেষক, শক্তিশালী বক্তা ও প্রণেতা, জামাতে আহমদীয়ার এক নিবেদিত প্রাণ, অক্লান্ত সেবক—

হজরত মৌলনা কাজী মোহাম্মদ নজির সাহেব আর ইহজগতে নেই (ইন্নালিল্লাহি……রাজিউন)

রাবওয়া, ১৬ই সেপ্টেম্বর অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই শোকবহ সংবাদ জানান হচ্ছে যে, সেলসেলা আহমদীয়ার প্রখ্যাত আলেম ও গবেষক, শক্তিশালী বক্তা ও প্রণেতা হযরত কাজী মোহাম্মদ নজির সাহেব (নাজের তালীম ও তসনীফ— প্রকাশনা ও প্রনয়ণ) ৮২ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া রাজিউন)। মরহুমের জানাযার নামাজে রাবওয়া সহ লাহোর, শিয়াল কোট, লায়লপুর, সারগোদা ও নিকটবর্তী জামাত সমূহ থেকে প্রায় ছ' হাজার আহমদী যোগদান করেন। নামাজ পড়ান রাবওয়ার মোকামী আমীর মোহতারম সাহেবজাদা মীর্যা মনসুর আহমদ সাহেব।

মরহুম কাজী সাহেবকে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বিশেষ সিদ্ধান্তক্রমে বেহেশ্তী মকবেরায় তাঁর দীর্ঘ দিনের সঙ্গী ও বন্ধু হজরত মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী (রহঃ)-এর পার্শ্বে সমাধিস্থ করা হয়েছে।

১৯শে সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে জুমার নামাজ আদায়ের পর হজরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) মোহতারম কাজী সাহেবের 'নামাজে জানাজা গায়েব' পড়ান, সহস্রাধিক লোক এতে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, হযরত কাজী সাহেব (রহঃ) নাজের ইসলাহ ও ইরশাদ হিসাবে বাংলাদেশের জামাত সমূহে দু'বার সফর করেন এবং সালানা জলসা সমূহে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন। এদেশের আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নি তাঁর এই অপূরণীয় মৃত্যুর সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার পক্ষ হতে মজলিশে আমেলার এক জরুরী সভায় গৃহীত একটি 'সমবেদনা প্রস্তাব' হুজুর (আইঃ) ব্যতীত রাবওয়ার মোকামী আমীর সাহেব এবং হযরত কাজী সাহেবের শোক-সন্তপ্ত পরিবার বর্গের নিকট প্রেরণ করা হয়।

আল্লাহতা'য়ালা মরহুমকে তাঁর মাগফিরাত ও নৈকট্যের অতি উচ্চ মোকামে আসীন করুন এবং তাঁর ইন্তেকালে জামাতের অপূরণীয় ক্ষতি নিজ ফজল ও করমে পূরণ করুন। আমিন!

চট্টগ্রাম মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

বিগত ১২তারিখে রবিবার আল্লাহতায়ালার ফজলে অত্যন্ত সাফল্যের সংগে চট্টগ্রাম মজলিসে আনসারুল্লাহর বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ১১তারিখে বাদ নামাজে ইশা শুরু হয় এবং তিনটি অধিবেশন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১২তারিখ রাত ৮-৩০ মিনিটে সমাপ্ত হয়। এতে আনসার সাহেবানের উপস্থিতি অত্যন্ত সন্তোষজনক ছিল এবং বহু খোদ্দামও যোগদান করে বুজুর্গগণের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা সমূহ শ্রবণ করেন। ঢাকা হতে মোহতারম নাজেমে আলা জনাব ওবায়দুর রহমান ভুইয়া, মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী, সেক্রেটারী মাল জনাব রেজাউল করীম সাহেব এবং জনাব সহিদুর রহমান সাহেব এতে যোগদান করেন। বিস্তারিত বিবরণ পরে প্রকাশিত হবে।